Visit http://www.asram.org

মথি-রচিত সুসমাচার

যীশুর বংশতালিকা

১ যীশুখ্রীষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।

২ আব্রাহাম ইসায়াকের পিতা,
ইসায়াক যাকোবের পিতা,
যাকোব যুদা ও তাঁর ভাইদের পিতা,
৩ যুদা পেরেস ও জেরাহ্‌র পিতা, যাঁদের মাতা তামার,
পেরেস হেস্রোনের পিতা,
হেস্রোন আরামের পিতা,
৪ আরাম আম্মিনাদাবের পিতা,
আম্মিনাদাব নাহ্‌সোনের পিতা,
নাহ্‌সোন সাল্‌মোনের পিতা,
৫ সাল্‌মোন বোয়াজের পিতা, যাঁর মাতা রাহাব,
বোয়াজ ওবেদের পিতা, যাঁর মাতা রুথ,
ওবেদ যেসের পিতা,
৬ যেসে দাউদ রাজার পিতা।

দাউদ সলোমনের পিতা, যাঁর মাতা উরিয়ার আগেকার স্ত্রী,
৭ সলোমন রেহোবোয়ামের পিতা,
রেহোবোহাম আবিয়ার পিতা,
আবিয়া আসার পিতা,
৮ আসা যোসাফাতের পিতা,
যোসাফাৎ যোরামের পিতা,
যোরাম উজ্জিয়ার পিতা,
৯ উজ্জিয়া যোথামের পিতা,
যোথাম আহাজের পিতা,
আহাজ হেজেকিয়ার পিতা,
১০ হেজেকিয়া মানাসের পিতা,
মানাসে আমোনের পিতা,
আমোন যোসিয়ার পিতা,
১১ যোসিয়া যেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা।
সেসময়ে বাবিলনে নির্বাসন ঘটে।

১২ বাবিলনে নির্বাসনের পরে :
যেকোনিয়া শেয়াল্টিয়েলের পিতা,
শেয়াল্টিয়েল জেরুব্বাবেলের পিতা,
১৩ জেরুব্বাবেল আবিয়ুদের পিতা,
আবিয়ুদ এলিয়াকিমের পিতা,
এলিয়াকিম আজোরের পিতা,
১৪ আজোর সাদোকের পিতা,
সাদোক আখিমের পিতা,
আখিম এলিয়ুদের পিতা,
১৫ এলিয়ুদ এলেয়াজারের পিতা,
এলেয়াজার মাথানের পিতা,
মাথান যাকোবের পিতা,
১৬ যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা।
এই মারীয়ার গর্ভে খ্রীষ্ট বলে অভিহিত যীশুর জন্ম হয়।

১৭ সুতরাং আব্রাহাম থেকে দাউদ পর্যন্ত সবসমেত চৌদ্দ পুরুষ, দাউদ থেকে বাবিলনে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ
পুরুষ, এবং বাবিলনে নির্বাসন থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

যোসেফের কাছে দূত-সংবাদ

১৮ যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে
দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। ১৯ তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার
তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। ২০ তিনি এ
সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী
মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; ২১ সে
একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ
করবেন।' ২২ এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

২৩ *দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,*
আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে,

নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর। ২৪ যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ
করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ২৫ ইনি পুত্র প্রসব করার আগে তাঁর সঙ্গে
যোসেফের কখনও মিলন হয়নি; তিনি তাঁর নাম যীশু রাখলেন।

তিন পন্ডিতের আগমন

২ হেরোদ রাজার সময়ে যুদেয়ার বেথলেহেমে যীশুর জন্ম হওয়ার পর হঠাৎ প্রাচ্য দেশ থেকে কয়েকজন পন্ডিত
যেরুসালেমে এসে ২ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায়? আমরা পুবে তাঁর জ্যোতিষ্ক দেখেছি, ও
তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে এসেছি।' ৩ একথা শুনে হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হলেন, ও তাঁর সঙ্গে গোটা যেরুসালেমও
উদ্বিগ্ন হল। ৪ সকল প্রধান যাজক ও জাতির শাস্ত্রীদের সমবেত করে তিনি তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন, সেই
খ্রীষ্টের কোথায় জন্মাবার কথা। ৫ তাঁরা তাঁকে বললেন: 'যুদেয়ার বেথলেহেমে, কেননা নবী যে কথা লিখেছিলেন, তা
এ:

৬ যুদা দেশের *হে বেথলেহেম,*
যুদার জননেতাদের মধ্যে তুমি আদৌ *হীনতম নও,*
কারণ তোমা থেকেই বের হবেন এক জননেতা,
যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে *প্রতিপালন করবেন।'*

৭ তখন হেরোদ সেই পন্ডিতদের গোপনে ডেকে কোন্ সময়ে জ্যোতিষ্কটা দেখা দিয়েছিল, তাঁদের কাছ থেকে তা
সঠিক ভাবে জেনে নিলেন, ৮ এবং এই বলে তাঁদের বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন, 'আপনারা গিয়ে ভাল করেই সেই
শিশুর খোঁজ নিন; খোঁজ পেলেই আমাকে সংবাদ দিন, যেন আমিও গিয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত করতে পারি।'
৯ রাজার কথামত তাঁরা বিদায় নিলেন, আর দেখ, পুবে তাঁরা যে জ্যোতিষ্ক দেখেছিলেন, তা তাঁদের আগে আগে
চলল, যতক্ষণ না সেই স্থানের উপর এসে থামল যেখানে শিশুটি ছিলেন। ১০ জ্যোতিষ্কটা দেখতে পেয়ে তাঁরা মহা
আনন্দে অতিশয় আনন্দিত হলেন; ১১ এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে শিশুটিকে তাঁর মা মারীয়ার সঙ্গে দেখতে
পেলেন; তখন ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন; পরে নিজেদের রত্নপেটিকা খুলে তাঁকে উপহার দিলেন
সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধনির্যাস। ১২ পরে যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান, স্বপ্নে তেমন আদেশ পেয়ে তাঁরা অন্য পথ
দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

মিশরে প্রবাস
নিরপরাধী শিশুদের হত্যা
মিশর থেকে প্রত্যাগমন

১৩ তাঁরা চলে গেলে পর প্রভুর দূত হঠাৎ স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে
সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; আর আমি তোমাকে না বলা পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে
হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে।' ১৪ তাই যোসেফ উঠে সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে
চলে গেলেন, ১৫ এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ
হয়:

আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।

১৬ পন্ডিতেরা তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছেন, তা বুঝতে পেরে হেরোদ অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং সেই পন্ডিতদের
কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দু'বছর বা তার কম বয়সের যত ছেলে বেথলেহেমে ও
তার সমস্ত অঞ্চলে ছিল, তাদের সকলকে হত্যা করালেন। ১৭ তখন নবী যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন
পূর্ণ হল:

[18] *রামায় শোনা গেল এক সুর,*
বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর :
রাখেল নিজ ছেলেদের জন্য কাঁদছেন ;
কোন সান্ত্বনা মানছেন না,
কারণ তারা আর নেই !

[19] হেরোদের মৃত্যু হলে পর প্রভুর দূত মিশরে হঠাৎ যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে [20] বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও
তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে যাও, কারণ যারা শিশুটির প্রাণনাশে সচেষ্ট ছিল, তারা মারা গেছে।'
[21] আর তিনি উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে ফিরে গেলেন। [22] কিন্তু যখন শুনতে পেলেন
যে, আর্খেলাওস নিজ পিতা হেরোদের স্থানে যুদেয়ায় রাজত্ব করছেন, তখন সেখানে যেতে ভয় করলেন ; পরে স্বপ্নে
আদেশ পেয়ে তিনি গালিলেয়া প্রদেশে চলে গেলেন ; [23] সেখানে নাজারেথ নামে এক শহরে বাস করতে গেলেন, যেন
নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়,

তিনি নাজারীয় বলে অভিহিত হবেন।

দীক্ষাগুরু যোহনের প্রচার

৩ নির্ধারিত সময়ে দীক্ষাগুরু যোহন আবির্ভূত হলেন ; তিনি যুদেয়ার মরুপ্রান্তরে প্রচার করতেন ; [2] তিনি বলতেন :
'মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।' [3] ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয়ে নবী ইসাইয়া বলেছিলেন,

এমন একজনের কণ্ঠস্বর
যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে,
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর,
তাঁর রাস্তা সমতল কর।

[4] এই যোহন উটের লোমের এক কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বন্ধনী, ও তাঁর খাদ্য পঙ্গপাল ও বনের
মধু ছিল। [5] তখন যেরুসালেম, সমস্ত যুদেয়া ও যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক তাঁর কাছে যেতে লাগল, [6] ও
নিজেদের পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর হাতে দীক্ষাস্নাত হতে লাগল।

[7] কিন্তু অনেক ফরিসি ও সাদুকি দীক্ষাস্নানের জন্য আসছে দেখে তিনি তাদের বললেন, 'হে সাপের বংশ, আসন্ন
ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? [8] অতএব এমন এক ফল দেখাও, যা তোমাদের মনপরিবর্তনের
যোগ্য ফল। [9] আর এমনটি ভাববে না যে তোমরা মনে মনে বলতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা ; কেননা আমি
তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এ সমস্ত পাথর থেকে আব্রাহামের জন্য সন্তানদের উদ্ভব ঘটাতে পারেন। [10] আর এখনই তো
গাছগুলোর শিকড়ে কুড়ালটা লাগানো রয়েছে ; অতএব, যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে
দেওয়া হবে।

[11] আমি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে জলে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করি বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি
আমার চেয়ে শক্তিশালী ; আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই ; তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত
করবেন। [12] তাঁর কুলা তাঁর হাতে রয়েছে, আর তিনি নিজ খামার পরিষ্কার করবেন, ও নিজ গম গোলায় সংগ্রহ
করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।'

যীশুর দীক্ষাস্নান ও প্রান্তরে পরীক্ষা

[13] পরে যীশু আবির্ভূত হলেন ; তিনি যোহনের হাতে দীক্ষাস্নাত হবার জন্য গালিলেয়া থেকে যর্দনের ধারে তাঁর
কাছে এলেন। [14] যোহন এই বলে তাঁকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন, 'আমারই তো আপনার হাতে দীক্ষাস্নাত হওয়া
দরকার, আর আপনি নাকি আমার কাছে আসছেন!' [15] কিন্তু যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, 'এখনকার মত সম্মত হও,
কেননা এভাবেই সমস্ত ধর্মময়তা সাধন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন।' তখন তিনি তাঁর কথায় সম্মত হলেন।
[16] দীক্ষাস্নাত হওয়ামাত্র যীশু জল থেকে উঠে এলেন, আর হঠাৎ স্বর্গ উন্মুক্ত হল, আর তিনি দেখলেন, ঈশ্বরের আত্মা
কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপরে পড়ছেন। [17] আর হঠাৎ স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'ইনিই আমার
প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন।'
৪ তখন যীশু দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্য আত্মা দ্বারা প্রান্তরে চালিত হলেন ; [2] চল্লিশদিন চল্লিশরাত অনাহারে
থাকার পর তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন। [3] মানুষকে যে পরীক্ষা করে, সে তখন তাঁকে এসে বলল, 'তুমি যদি ঈশ্বরের
পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়।' [4] কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'লেখা আছে,

মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না,
কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রতিটি উক্তি নির্গত হয়,
তাতেই বাঁচবে।'

৫ তখন দিয়াবল তাঁকে পবিত্র নগরীতে নিয়ে গেল, ও মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করিয়ে তাঁকে ৬ বলল, 'তুমি
যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কেননা লেখা আছে,

তোমার জন্যই আপন দূতদের তিনি আজ্ঞা দিলেন ;
আর তাঁরা তোমায় দু'হাতে তুলে বহন করবেন,
পাথরে তোমার পায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।'

৭ যীশু তাকে বললেন, 'আরও লেখা আছে :

তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তুমি পরীক্ষা করো না।'

৮ আবার দিয়াবল তাঁকে অধিক উচ্চ এক পর্বতে নিয়ে গেল, ও জগতের সকল রাজ্য ও তাদের গৌরব দেখিয়ে
৯ তাঁকে বলল, 'তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার সামনে প্রণিপাত কর, তবে এই সমস্ত কিছু আমি তোমাকে দেব।'
১০ তখন যীশু তাকে বললেন, 'দূর হও, শয়তান ; কেননা লেখা আছে,

তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে,
কেবল তাঁকেই উপাসনা করবে।'

১১ তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর হঠাৎ দূতেরা কাছে এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

গালিলেয়ায় প্রত্যাগমন

১২ যোহনকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুনে যীশু গালিলেয়ায় সরে গেলেন, ১৩ এবং নাজারা ছেড়ে সমুদ্র-তীরে,
জাবুলোন-নেফ্তালির অঞ্চলে অবস্থিত কাফার্নাউমে বাস করতে গেলেন, ১৪ যেন নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত
এই বচন পূর্ণ হয় :

১৫ *জাবুলোন দেশ ! নেফ্তালি দেশ !*
সমুদ্রপথের, যর্দনের ওপারের বিজাতীয়দের সেই গালিলেয়া !
১৬ *যে জাতি অন্ধকারে বসে ছিল,*
তারা মহান এক আলো দেখতে পেল ;
যারা মৃত্যু-ছায়ার দেশে বসে ছিল,
তাদের উপর এক আলো উদিত হল।

১৭ এসময় থেকেই যীশু প্রচার করতে শুরু করলেন ; তিনি বলছিলেন : 'মনপরিবর্তন কর, কেননা স্বর্গরাজ্য কাছে
এসে গেছে।'

প্রথম শিষ্যদের আহ্বান

১৮ তিনি গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, দুই ভাই—সিমোন ওরফে পিতর ও তাঁর
ভাই আন্দ্রিয়—সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। ১৯ তিনি তাঁদের বললেন, 'আমার পিছনে এসো ;
আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।' ২০ আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন।
২১ আর সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, অন্য দুই ভাই—জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন—
নিজেদের পিতা জেবেদের সঙ্গে নৌকায় নিজেদের জাল সারাচ্ছিলেন ; তিনি তাঁদের ডাকলেন ; ২২ আর তখনই তাঁরা
নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন।

শিক্ষাদাতা ও আরোগ্যদাতা যীশু

২৩ তিনি সারা গালিলেয়া জুড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন : তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন, রাজ্যের শুভসংবাদ
প্রচার করতেন, ও জনগণের মধ্যে সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করতেন। ২৪ তাঁর নাম সমগ্র
সিরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ; এবং যত লোক নানা ধরনের রোগ ও পীড়ায় পীড়িত ছিল, যারা অপদূতগ্রস্ত কিংবা মৃগী
বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিল, তাদের সকলকে তাঁর কাছে আনা হত, আর তিনি তাদের নিরাময় করতেন।
২৫ গালিলেয়া, দেকাপলিস, যেরুসালেম, যুদেয়া ও যর্দনের ওপার থেকে বহু বহু লোক তাঁর অনুসরণ করতে লাগল।

পর্বতে উপদেশ

৫ তিনি লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে
এলেন। ২ তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

যীশুর আগমনে কার্ সুখী হওয়ার কথা ?

৩ 'আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
৪ শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

৫ কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।
৬ ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
৭ দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।
৮ শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
৯ শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।
১০ ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
১১ তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে
মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। ১২ আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর।
বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।'

উপদেশের অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৩ 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোন্‌তা করা যাবে? তা
আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। ১৪ তোমরা
জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। ১৫ আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা
ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। ১৬ তেমনি তোমাদের
আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।
১৭ মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি,
পূর্ণই করতে এসেছি। ১৮ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের
এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। ১৯ অতএব যে কেউ এই সমস্ত আজ্ঞার মধ্যে
ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলোর একটাও লঙ্ঘন করে ও মানুষকে সেইমত করতে শেখায়, তাকে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য
করা হবে; কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে।
২০ কেননা আমি তোমাদের বলছি, শাস্ত্রী ও ফরিসিদের চেয়ে তোমাদের ধর্মিষ্ঠতা যদি গভীরতর না হয়, তবে তোমরা
স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করবে না।
২১ তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, *তুমি নরহত্যা করবে না*, আর *যে নরহত্যা করে,
সে বিচারাধীন হবে।* ২২ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, সে বিচারাধীন হবে;
আর যে কেউ নিজের ভাইকে নির্বোধ বলে, সে বিচারসভার অধীন হবে; আর যে কেউ তাকে পাষণ্ড বলে, সে
নরকের আগুনের অধীন হবে। ২৩ তাই তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি
মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, ২৪ তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই
নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য
উৎসর্গ কর। ২৫ প্রতিপক্ষের সঙ্গে পথে থাকতেই তুমি দেরি না করে তার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটিয়ে নাও, পাছে প্রতিপক্ষ
তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেয়, বিচারক তোমাকে প্রহরীর হাতে তুলে দেয়, ও তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হও।
২৬ আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ কড়িটা শোধ না করা পর্যন্ত তুমি কোনমতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে
পারবে না।
২৭ তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, *তুমি ব্যভিচার করবে না।* ২৮ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন
স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে। ২৯ তোমার
ডান চোখ যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা
নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল। ৩০ আর তোমার ডান হাত যদি
তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও, কেননা তোমার গোটা শরীরটা নরকে নিক্ষিপ্ত
হওয়ার চেয়ে একটা অঙ্গের বিনাশ হওয়াই বরং তোমার পক্ষে ভাল।
৩১ আরও বলা হয়েছিল, *যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে ত্যাগপত্র দিয়ে দিক।* ৩২ কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, যে কেউ অবৈধ সম্পর্কের কারণ ছাড়া অন্য কারণেই নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সে তাকে
ব্যভিচারিণী করে; এবং যে কেউ পরিত্যক্তা কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।
৩৩ আবার তোমরা শুনেছ, প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে বলা হয়েছিল, *তুমি মিথ্যা শপথ করবে না; কিন্তু প্রভুর
কাছে তোমার শপথ সকল রক্ষা কর।* ৩৪ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কোন শপথও করো না; স্বর্গের দিব্যি দিয়েও
নয়, কেননা তা ঈশ্বরের সিংহাসন; ৩৫ পৃথিবীর দিব্যি দিয়েও নয়, কেননা তা তাঁর পাদপীঠ; যেরুসালেমের দিব্যি
দিয়েও নয়, কেননা তা মহান রাজার নগরী; ৩৬ তোমার নিজের মাথার দিব্যি দিয়েও শপথ করো না, যেহেতু
একগাছি চুল সাদা কি কালো করার সাধ্য তোমার নেই। ৩৭ কিন্তু তোমাদের কথা এ-ই হোক: হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না; এর
অতিরিক্ত যা, তা সেই ধূর্তজন থেকেই আগত।
৩৮ তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, *চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।* ৩৯ কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,
দুর্জনকে প্রতিরোধ করো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে দাও;
৪০ যে তোমার সঙ্গে বিচারালয়ে মামলা করে তোমার জামাটা নিতে চায়, তাকে চাদরও নিতে দাও। ৪১ যে কেউ এক

মাইল যেতে তোমাকে বাধ্য করে, তার সঙ্গে দুই মাইল পথ চল। ৪২ যে কেউ তোমার কাছে যাচ্না করে, তাকে দাও,
আর কেউ তোমার কাছে ধার চাইলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।
৪৩ তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, *তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে* ও *তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে।* ৪৪ কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,
৪৫ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার, কারণ তিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য
জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন। ৪৬ কেননা যারা তোমাদের ভালবাসে, তাদেরই
ভালবাসলে তোমাদের কী মজুরি হবে? কর-আদায়কারীরাও কি সেইমত করে না? ৪৭ আর তোমরা যদি কেবল নিজ
নিজ ভাইদের সঙ্গেই কুশল আলাপ কর, তবে অসাধারণ কীবা কর? বিজাতীয়রাও কি সেইমত করে না? ৪৮ অতএব
এক্ষেত্রে তোমাদের যেন কোন সীমা না থাকে, যেমনটি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতারও কোন সীমা নেই।
৬ সাবধান, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য লোকদের সামনে তোমাদের ধর্মকর্ম করো না, করলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে
তোমাদের কোন মজুরি থাকবে না। ২ তাই তুমি যখন ভিক্ষা দাও, তখন তোমার সামনে তুরি বাজাবে না, যেমনটি
ভণ্ডরা লোকদের কাছে গৌরব পাবার জন্য সমাজগৃহে ও রাস্তা-ঘাটে করে থাকে; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা
নিজেদের মজুরি পেয়েই গেছে। ৩ কিন্তু তুমি যখন ভিক্ষা দাও, তখন তোমার ডান হাত যে কী করছে, তোমার বাঁ হাত
যেন তা জানতে না পারে, ৪ যাতে তোমার ভিক্ষাদান গোপন থাকে; তবে যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই
পিতা তোমাকে প্রতিদান দেবেন।
৫ আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মত হয়ো না; কারণ তারা সমাজগৃহে ও চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে
দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে ভালবাসে, যেন লোকে তাদের দেখতে পায়; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের
মজুরি পেয়েই গেছে। ৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার নিজের কক্ষে প্রবেশ কর, আর দরজা বন্ধ করে
তোমার পিতা, যিনি সেই গোপন স্থানে বিদ্যমান, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর; তবে যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার
সেই পিতা তোমাকে প্রতিদান দেবেন।
৭ প্রার্থনাকালে তোমরা অযথা বেশি কথা বলো না, যেমনটি বিজাতিরা করে থাকে, কেননা তারা মনে করে, বহু
কথার জোরেই তাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে। ৮ তাই তোমরা তাদের মত হয়ো না, কেননা তোমাদের কী কী প্রয়োজন,
যাচ্না করার আগে তোমাদের পিতা তা জানেন।
৯ সুতরাং তোমাদের এভাবে প্রার্থনা করা উচিত:

হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক,
১০ তোমার রাজ্যের আগমন হোক,
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে
তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।
১১ আমাদের দৈনিক খাদ্য আজ আমাদের দান কর;
১২ এবং আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর,
যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি;
১৩ আর আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে দিয়ো না,
কিন্তু সেই ধূর্তজনের হাত থেকে আমাদের নিস্তার কর।
[কারণ রাজ্য, পরাক্রম ও গৌরব যুগে যুগে তোমারই। আমেন।]

১৪ তোমরা যদি পরের দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন; ১৫ কিন্তু
তোমরা যদি পরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন না।
১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মত বিষণ্ণ ভাব দেখিয়ো না; কেননা তারা যে উপবাস করছে,
তা লোকদের দেখাবার জন্যই নিজেদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা নিজেদের মজুরি
পেয়েই গেছে। ১৭ কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তেল মাখ ও মুখ ধুয়ো, ১৮ যেন কেউই তোমার উপবাস
না দেখতে পায়, কিন্তু তোমার পিতা, যিনি সেই গোপন স্থানে বিদ্যমান, কেবল তিনিই যেন তা দেখতে পান; তবে
যিনি গোপন সবকিছু দেখেন, তোমার সেই পিতা তোমাকে প্রতিদান দেবেন।
১৯ তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রেখো না: এখানে তো পোকা ও মরচে ধরে তা ক্ষয় করে, এবং
চোরে সিঁধ কেটে চুরি করে। ২০ স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রাখ: সেখানে পোকা ও মরচে ধরে তা ক্ষয় করে
না, চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করে না। ২১ কারণ যেখানে তোমার ধন রয়েছে, সেখানে তোমার হৃদয়ও থাকবে।
২২ চোখ-ই দেহের প্রদীপ; সুতরাং তোমার চোখ সরল হলে তোমার গোটা দেহ আলোময় হবে; ২৩ কিন্তু তোমার
চোখ খারাপ হলে তোমার গোটা দেহ অন্ধকারময় হবে। তাই তোমার অন্তরে যে আলো রয়েছে, তা অন্ধকার হলে
সেই অন্ধকার কতই না বড় হবে!

২৪ দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়: সে হয় একজনকে ঘৃণা করবে আর অন্যজনকে ভালবাসবে,
না হয় একজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে আর অন্যজনকে উপেক্ষা করবে—ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের
পক্ষে সম্ভব নয়।
২৫ এজন্য আমি তোমাদের বলছি, কী খাব, কী পান করব বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের
বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; খাদ্যের চেয়ে প্রাণ ও পোশাকের চেয়ে শরীর কি বড় ব্যাপার নয়? ২৬ আকাশের পাখিদের
দিকে তাকাও; তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলাঘরেও জমায় না, অথচ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খেতে দিয়ে
থাকেন; তোমরা কি তাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান নও? ২৭ আর তোমাদের মধ্যে কে চিন্তিত হয়ে নিজের আয়ুষ্কাল
কিঞ্চিৎও বাড়াতে পারে? ২৮ আর পোশাকের জন্য কেন চিন্তিত হও? মাঠের লিলিফুলের কথা বিবেচনা কর তারা
কেমন বাড়ে: তারা তো শ্রম করে না, সুতোও কাটে না; ২৯ অথচ আমি তোমাদের বলছি, সলোমনও নিজের সমস্ত
গৌরবে এগুলোর একটার মত সুসজ্জিত ছিলেন না। ৩০ আচ্ছা, মাঠের যে ঘাস আজ আছে ও কাল চুল্লিতে ফেলে
দেওয়া হবে, ঈশ্বর যখন তা এভাবে বিভূষিত করেন, তখন হে অল্পবিশ্বাসী, তোমাদের জন্য তিনি কি বেশি চিন্তা
করবেন না? ৩১ অতএব, কী খাব বা কী পান করব বা কী পরব, এ বলে চিন্তিত হয়ো না। ৩২ বিজাতীয়রাই এই সকল
বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। ৩৩ তোমরা
বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে। ৩৪ সুতরাং
আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না: হ্যাঁ, আগামীকাল তার নিজের চিন্তায় নিজে চিন্তিত থাকবে; দিনের পক্ষে তার
নিজের কষ্টই যথেষ্ট।
৭ তোমরা বিচার করো না, যেন নিজেরা বিচারাধীন না হও; ২ কেননা যে বিচারে তোমরা বিচার কর, সেই একই
বিচারে তোমাদেরও বিচার করা হবে; এবং যে মাপকাঠিতে পরিমাপ কর, সেই মাপকাঠিতে তোমাদের জন্য পরিমাপ
করা হবে। ৩ তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটুকু রয়েছে, তুমি কেন তা লক্ষ কর, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে
কড়িকাঠ রয়েছে, তা তুমি দেখ না? ৪ আবার, কেমন করে তুমি তোমার নিজের ভাইকে বলবে, এসো, আমি তোমার
চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করে দিই, যখন তোমার নিজের চোখে একটা কড়িকাঠ রয়েছে? ৫ ভণ্ড! আগে নিজের
চোখ থেকে কড়িকাঠটা বের করে ফেল, আর তখনই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটুকুটা বের করার জন্য স্পষ্ট
দেখতে পাবে।
৬ যা পবিত্র, তা কুকুরদের দিয়ো না, এবং তোমাদের মণি-মুক্তা শূকরের সামনে ফেলো না; পাছে তারা পা দিয়ে
তা মাড়িয়ে দেয়, পরে ফিরে তোমাদের ছিঁড়ে ফেলে।
৭ যাচ্না কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে
দেওয়া হবে। ৮ কেননা যে যাচ্না করে, সে পায়; আর যে খোঁজে, সে খুঁজে পায়; আর যে ঘা দেয়, তার জন্য দরজা
খুলে দেওয়া হবে। ৯ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে, নিজের ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে,
১০ কিংবা সে মাছ চাইলে তাকে সাপ দেবে? ১১ সুতরাং তোমরা মন্দ হয়েও যখন তোমাদের ছেলেদের ভাল ভাল
জিনিস দিতে জান, তখন যারা তাঁর কাছে যাচ্না করে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের ভাল ভাল জিনিস দেবেন
তা আরও কতই না নিশ্চিত। ১২ অতএব সমস্ত বিষয়ে তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর,
তোমরাও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, কেননা এই তো বিধান-পুস্তক ও নবী-পুস্তকের সারকথা।
১৩ সরু দরজা দিয়েই প্রবেশ কর, কেননা চওড়াই সেই দরজা ও প্রশস্তই সেই পথ, যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে
যায়; আর অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে। ১৪ কিন্তু সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে
যায়; আর অল্পজনই তার সন্ধান পায়।
১৫ নকল নবীদের বিষয়ে সাবধান! তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা শিকার-ললুপ
নেকড়ে। ১৬ তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটাগাছ থেকে আঙুরফল, বা শেয়ালকাঁটা
থেকে ডুমুরফল সংগ্রহ করে? ১৭ একই প্রকারে প্রতিটি ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে।
১৮ ভাল গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না, আর মন্দ গাছে ভাল ফল ধরতে পারে না। ১৯ যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে
না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়। ২০ সুতরাং তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে।
২১ যারা আমাকে "প্রভু, প্রভু" বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ
পিতার ইচ্ছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে। ২২ সেইদিন অনেকে আমাকে বলবে, "প্রভু, প্রভু, আপনার নামে
আমরা কি ভবিষ্যদ্বাণী দিইনি? আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামে কি বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন
করিনি?" ২৩ তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব: আমি কখনও তোমাদের জানিনি। হে জঘন্য কর্মের সাধক, আমা থেকে
দূর হও।
২৪ অতএব যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে, সে তেমন এক বুদ্ধিমান লোকের মত, যে
শৈলের উপরে নিজের ঘর গাঁথল। ২৫ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও সেই ঘরে আঘাত হানল, তবু তা পড়ল
না, কারণ তার ভিত শৈলের উপরেই স্থাপিত ছিল। ২৬ কিন্তু যে কেউ আমার এই সকল বাণী শুনে তা পালন করে না,
সে তেমন এক নির্বোধ লোকের মত, যে বালুর উপরে নিজের ঘর গাঁথল। ২৭ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, বাতাস বইল ও
সেই ঘরে আঘাত হানল, আর তা পড়েই গেল—তার পতন কেমন সাংঘাতিক!'

২৮ যখন যীশু এবিষয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য শেষ করলেন, তখন তাঁর এই উপদেশে লোকে বিস্ময়মগ্ন হল, কারণ
তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন—তাদের শাস্ত্রীদের মত নয়।

যীশু-সাধিত নানা আরোগ্য-কাজ

৮ তিনি পর্বত থেকে নেমে এলে পর বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করল। ২ আর হঠাৎ সংক্রামক চর্মরোগে
আক্রান্ত একজন লোক এগিয়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করে বলল, 'প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে শুচীকৃত
করতে পারেন।' ৩ হাত বাড়িয়ে তিনি এই বলে তাকে স্পর্শ করলেন, 'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছা করি। শুচীকৃত হও।' আর
তখনই সে চর্মরোগ থেকে শুচীকৃত হল। ৪ যীশু তাকে বললেন, 'দেখ, একথা কাউকে বলো না; কিন্তু গিয়ে যাজকের
কাছে নিজেকে দেখাও, ও মোশীর নির্দেশ অনুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর যেন তাদের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে
দাঁড়ায়।'

৫ তিনি কাফার্নাউমে প্রবেশ করলে একজন শতপতি এসে তাঁকে অনুনয় করে ৬ বললেন, 'প্রভু, আমার দাস
পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে শুয়ে আছে, সে ভীষণ যন্ত্রণায় ভুগছে।' ৭ তিনি তাঁকে বললেন, 'নিজেই গিয়ে আমি
তাকে নিরাময় করব।' ৮ শতপতি উত্তরে বললেন, 'প্রভু, আপনি যে আমার গৃহে পদধূলি দেন, আমি তার যোগ্য নই;
আপনি কেবল বাণী দিন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হয়ে উঠবে। ৯ কেননা আমিও কর্তৃপক্ষের অধীন, আবার আমার
সৈন্যরাও আমার অধীন; আমি একজনকে "যাও" বললে সে যায়, আর অন্যজনকে "এসো" বললে সে আসে, আর
আমার দাসকে "একাজ কর" বললে সে তা করে।' ১০ তেমন কথা শুনে যীশুর আশ্চর্য লাগল, এবং যারা তাঁর
অনুসরণ করছিল তাদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কারও এত গভীর বিশ্বাস দেখতে
পাইনি। ১১ আর আমি তোমাদের বলছি, অনেকে পুব ও পশ্চিম থেকে আসবে, এবং আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের
সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ভোজে একসাথে বসবে; ১২ কিন্তু রাজ্যের সন্তানেরা বাইরের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে: সেখানে হবে
কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।' ১৩ আর সেই শতপতিকে যীশু বললেন, 'আপনি বাড়ি যান, যেমন বিশ্বাস করলেন, আপনার
প্রতি সেইমত হোক।' আর সেই মুহূর্তেই তাঁর দাস সুস্থ হয়ে উঠল।

১৪ এবং পিতরের বাড়িতে ঢুকে যীশু দেখলেন, তাঁর শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে আছেন, তাঁর জ্বর হয়েছে। ১৫ তিনি
তাঁর হাত স্পর্শ করলেন, আর জ্বর ছেড়ে গেল; তখন তিনি উঠে যীশুর সেবাযত্ন করতে লাগলেন। ১৬ সন্ধ্যা হলে
লোকেরা অপদূতগ্রস্ত বহু মানুষকে তাঁর কাছে আনল, আর তিনি বাণী দ্বারাই সেই অপদূতদের তাড়িয়ে দিলেন, ও
সকল পীড়িত লোককে নিরাময় করলেন, ১৭ যেন নবী ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়,

তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন;
বরণ করে নিলেন আমাদের রোগ-ব্যাধি।

আপন অনুগামীদের প্রতি যীশুর দাবি

১৮ নিজের চারদিকে বহু লোকের ভিড় দেখে যীশু ওপারে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। ১৯ তখন একজন শাস্ত্রী
কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'গুরু, আপনি যেইখানে যাবেন, আমি আপনার অনুসরণ করব।' ২০ যীশু তাঁকে বললেন,
'শিয়ালদের গর্ত আছে, আর আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মানবপুত্রের মাথা গোঁজবার কোথাও স্থান নেই।'
২১ শিষ্যদের আর একজন তাঁকে বললেন, 'প্রভু, অনুমতি দিন, আমি আগে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসি।'
২২ কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর; মৃতেরাই নিজ নিজ মৃতদের সমাধি দিক।'

যীশু ঝড় প্রশমিত করেন

২৩ পরে তিনি নৌকায় উঠলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। ২৪ আর হঠাৎ সমুদ্রে প্রচন্ড ঝড় উঠল,
এমনকি, ঢেউয়ের চাপে নৌকাটা প্রায় ডুবুডুবু হচ্ছিল; তবু তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। ২৫ তাই তাঁরা কাছে গিয়ে এই বলে
তাঁকে জাগিয়ে তুললেন, 'প্রভু, ত্রাণ করুন, আমরা তো মরতে বসেছি!' ২৬ তিনি তাঁদের বললেন, 'হে অল্পবিশ্বাসী,
তোমরা এত ভীত হচ্ছ কেন?' তখন তিনি উঠে বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন; তাতে মহানিস্তব্ধতা নেমে এল।
২৭ সেই লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ইনি কেমন লোক! বাতাস ও সমুদ্রও যে তাঁর প্রতি বাধ্য হয়!'

দু'টো আরোগ্য-কাজ

২৮ তিনি ওপারে গাদারীয়দের দেশে গিয়ে পৌঁছলে দু'জন অপদূতগ্রস্ত লোক সমাধিগুহাগুলোর মধ্য থেকে বেরিয়ে
এসে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। তারা এতই হিংস্র ছিল যে, ওই পথ দিয়ে কেউই যেতে পারত না। ২৯ তারা হঠাৎ
চিৎকার করে বলল, 'হে ঈশ্বরপুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আপনি কি আসল সময়ের আগেই আমাদের
জ্বালাযন্ত্রণা দিতে এখানে এসেছেন?' ৩০ সেখান থেকে কিছু দূরে বিরাট এক পাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল, ৩১ আর
অপদূতেরা মিনতি করে তাঁকে বলল, 'আমাদের যদি তাড়াতে যাচ্ছেন, তবে ওই শূকরের পালের মধ্যে আমাদের
পাঠিয়ে দিন।' ৩২ তিনি তাদের বললেন, 'তবে যাও!' আর তারা বেরিয়ে এসে শূকরদের মধ্যে গেল; আর দেখ,
গোটা পাল হঠাৎ ছুটে গিয়ে পাহাড়ের খাড়া ধার থেকে সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও জলে ডুবে মরল। ৩৩ তখন
শূকরদের রাখালেরা পালিয়ে গেল, ও শহরে গিয়ে সমস্ত ব্যাপার, বিশেষভাবে সেই অপদূতগ্রস্তদের কথা জানিয়ে

দিল। ৩৪ আর দেখ, শহরের সমস্ত লোক যীশুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পড়ল, ও তাঁকে দেখেই তাঁকে মিনতি
করল, তিনি যেন তাদের এলাকা ছেড়ে চলে যান।

৯ তিনি নৌকায় উঠে পার হলেন এবং নিজ শহরে এলেন। ২ আর দেখ, কয়েকজন লোক তাঁর কাছে খাটিয়ায় শুয়ে
থাকা একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে নিয়ে এল। তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন,
'বৎস, সাহস কর, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল।' ৩ এতে কয়েকজন শাস্ত্রী ভাবতে লাগলেন, 'এ ঈশ্বরনিন্দা করছে!'
৪ তাদের মনের কথা জানতেন বিধায় যীশু বললেন, 'আপনারা কেন মনে মনে তেমন মন্দ ভাবনা ভাবছেন?
৫ বাস্তবিকই কোন্‌টা বলা সহজ, "তোমার পাপ ক্ষমা করা হল", না "তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও"? ৬ আচ্ছা, মানবপুত্রের
যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য—তিনি তখন সেই
পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বললেন—ওঠ, তোমার খাটিয়া তুলে নাও আর বাড়ি যাও।' ৭ আর সে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ি চলে
গেল। ৮ তা দেখে লোকের ভিড় ভয়ে অভিভূত হল, এবং ঈশ্বর মানুষকে এমন অধিকার দিয়েছেন বলে তারা তাঁর
গৌরবকীর্তন করল।

মথিকে আহ্বান

৯ সেখান থেকে এগিয়ে যেতে যেতে যীশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে
বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। ১০ তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে
ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল। ১১ তা দেখে
ফরিসিরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?'
১২ কথাটা শুনে তিনি বললেন, 'সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই
প্রয়োজন। ১৩ আপনারা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নিন: *আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়;* কেননা আমি ধার্মিকদের
নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।'

উপবাস প্রসঙ্গ

১৪ তখন যোহনের শিষ্যেরা তাঁকে এসে বলল, 'ফরিসিরা ও আমরা উপবাস পালন করি, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা
তা করে না, এর কারণ কী?' ১৫ যীশু তাঁদের বললেন, 'বর সঙ্গে থাকতে কি বরযাত্রীরা বিলাপ করতে পারে? কিন্তু
এমন দিনগুলি আসবে, যখন বরকে তাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে; তখন তারা উপবাস করবে। ১৬ পুরাতন
পোশাকে কেউ কোরা কাপড়ের তালি দেয় না, কেননা তার তালিতে পোশাক ছিঁড়ে যায় ও ছেঁড়াটা আরও বড় হয়।
১৭ আরও, লোকে পুরাতন চামড়ার ভিস্তিতে নতুন আঙুররস রাখে না; রাখলে ভিস্তিগুলো ফেটে যায়, ফলে
আঙুররসও পড়ে যায়, ভিস্তিগুলোও নষ্ট হয়; লোকে বরং নতুন আঙুররস নতুন চামড়ার ভিস্তিতেই রাখে, তাতে
দুই-ই রক্ষা পায়।'

নানা আরোগ্য-কাজ

১৮ তিনি তাদের এই সমস্ত কথা বলছেন, এমন সময় সমাজনেতাদের একজন হঠাৎ এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত
করে বললেন, 'আমার মেয়েটি এইমাত্র মারা গেছে; কিন্তু আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, আর সে বেঁচে
উঠবে।' ১৯ যীশু উঠে তাঁর সঙ্গে চললেন, তাঁর শিষ্যেরাও চললেন।
২০ আর তখন বারো বছর ধরে রক্তস্রাবে আক্রান্ত একজন স্ত্রীলোক হঠাৎ তাঁর পিছন থেকে এসে তাঁর পোশাকের
ধারটুকু স্পর্শ করল; ২১ কারণ সে মনে মনে ভাবছিল, 'তাঁর পোশাক-মাত্র স্পর্শ করতে পারলেই আমি পরিত্রাণ
পাব।' ২২ তখন যীশু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বললেন, 'কন্যা, সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিত্রাণ সাধন
করেছে।' আর স্ত্রীলোকটি সেই ক্ষণেই পরিত্রাণ পেল।
২৩ আর যীশু সেই সমাজনেতার বাড়িতে এসে যখন দেখলেন, বাঁশি-বাদকেরা রয়েছে ও লোকেরা কোলাহল
করছে, ২৪ তখন বললেন, 'সরে যাও, বালিকাটি তো মারা যায়নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।' আর তারা তাঁকে উপহাস করল;
২৫ কিন্তু লোকদের বের করে দেওয়া হলে তিনি ভিতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন, আর সে উঠে দাঁড়াল। ২৬ আর
এই ঘটনার কথা সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।
২৭ যীশু সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন, সেসময় দু'জন অন্ধ চিৎকার করতে করতে এই বলে তাঁর অনুসরণ করছিল:
'দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।' ২৮ তিনি ঘরে প্রবেশ করার পর সেই অন্ধরা তাঁর কাছে এল; যীশু তাদের
বললেন, 'তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি একাজ সাধন করতে পারি?' তারা তাঁকে বলল, 'হ্যাঁ, প্রভু।' ২৯ তখন
তিনি এই বলে তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, 'তোমাদের যেমন বিশ্বাস, তোমাদের তেমনটি হোক।' ৩০ তখন তাদের
চোখ খুলে গেল। আর যীশু তাদের কঠোর ভাবে নির্দেশ করে বললেন, 'দেখ, কেউই যেন একথা জানতে না পারে।'
৩১ কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সারা অঞ্চল জুড়ে তাঁর কথা ছড়িয়ে দিল।
৩২ তারা বাইরে যাচ্ছে, আর দেখ, লোকেরা অপদূতগ্রস্ত একজন বোবা মানুষকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল।
৩৩ অপদূতটাকে তাড়ানো হলে সেই বোবা কথা বলতে লাগল; আর লোকের ভিড় আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ইস্রায়েলের

মধ্যে এমন ব্যাপার কখনও দেখা যায়নি।’ ৩৪ কিন্তু ফরিসিরা বললেন, ‘অপদূতদের অধিপতির প্রভাবেই সে অপদূত
তাড়ায়।’
৩৫ যীশু সকল শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তিনি তাদের সমাজগৃহে উপদেশ দিতেন ও রাজ্যের
শুভসংবাদ প্রচার করতেন, এবং সব ধরনের রোগ ও সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করতেন। ৩৬ বহু লোকের ভিড় দেখে
তিনি তাদের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও পরিশ্রান্ত ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপালেরই
মত। ৩৭ তখন তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, ‘ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; ৩৮ তাই ফসলের প্রভুর কাছে
মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান।’

সেই বারোজনকে প্রেরণ
তাঁদের কাছে নানা নির্দেশবাণী

১০ তাঁর সেই বারোজন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের তিনি অশুচি আত্মাদের তাড়িয়ে দেওয়া ও সব ধরনের রোগ ও
সব ধরনের ব্যাধি নিরাময় করার অধিকার দিলেন।
২ সেই বারোজন প্রেরিতদূতের নাম এই: প্রথম, সিমোন যাঁকে পিতর বলা হয়, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, জেবেদের
ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন; ৩ ফিলিপ ও বার্থলমেয়; টমাস ও কর-আদায়কারী মথি; আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব
ও থাদেয়; ৪ উগ্রধর্মা সিমোন ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন। ৫ এই বারোজনকে যীশু
প্রেরণ করলেন, আর তাঁদের এই নির্দেশ দিলেন:
‘তোমরা বিজাতীয়দের এলাকায় যেয়ো না, সামারীয়দের কোন শহরেও প্রবেশ করো না; ৬ বরং ইস্রায়েলকুলের
হারানো মেষগুলোর কাছে যাও। ৭ পথে যেতে যেতে তোমরা একথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।
৮ পীড়িতদের নিরাময় কর, মৃতদের পুনরুত্থিত কর, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষকে শুচীকৃত কর, অপদূত
তাড়াও; তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর। ৯ কোমরের কাপড়ে বেঁধে তোমরা সোনা-রুপো বা
টাকা-কড়িও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না, ১০ যাত্রাপথের জন্য ঝুলিও নয়, দু’টো জামাও নয়, জুতো বা লাঠিও নয়; কেননা
কর্মী নিজের অন্নবস্ত্র পাবার যোগ্য।
১১ তোমরা যে শহরে বা গ্রামে প্রবেশ কর, অনুসন্ধান কর সেখানে যোগ্য ব্যক্তি কে আছে, আর অন্য স্থানে চলে না
যাওয়া পর্যন্ত সেইখানে থাক। ১২ তার বাড়িতে প্রবেশ করার সময়ে বাড়ির সকলের কুশল কামনা কর; ১৩ সেই বাড়ি
যোগ্য হলে তোমাদের শান্তি তার উপর বিরাজ করুক; যোগ্য না হলে তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছে ফিরে
আসুক। ১৪ যে কেউ তোমাদের গ্রহণ না করে ও তোমাদের বক্তব্যও না শোনে, সেই বাড়ি বা সেই শহর থেকে চলে
যাওয়ার সময়ে তোমরা পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেল। ১৫ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, বিচারের দিনে সেই শহরের
দশার চেয়ে সদোম ও গমোরা অঞ্চলের দশাই সহনীয় হবে। ১৬ দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত
তোমাদের প্রেরণ করছি; সুতরাং তোমরা সাপের মত সতর্ক ও কপোতের মত সরল হও।
১৭ মানুষদের বিষয়ে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের তারা বিচারসভায় তুলে দেবে, ও নিজেদের সমাজগৃহে
তোমাদের কশাঘাত করবে; ১৮ আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, যেন
তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯ তবু যখন লোকেরা তোমাদের তুলে দেবে, তখন
তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই
তোমাদের বলে দেওয়া হবে—২০ বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের
অন্তরে কথা বলবেন।
২১ আর ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে
তাঁদের হত্যা করাবে। ২২ আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির
থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। ২৩ তারা যখন তোমাদের এক শহরে নির্যাতন করবে, তখন অন্য শহরে গিয়ে আশ্রয়
নাও; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের সকল শহরে তোমাদের যাওয়া শেষ হবার আগেই মানবপুত্র আগমন
করবেন।
২৪ শিষ্য গুরুর চেয়ে বড় নয়, দাসও প্রভুর চেয়ে বড় নয়। ২৫ শিষ্য নিজের গুরুর মত ও দাস নিজের প্রভুর মত
হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। তারা যখন গৃহস্বামীকে বেয়েল্‌জেবুল বলেছে, তখন তাঁর বাড়ির লোকদের আরও কি না
বলবে?
২৬ তাই তোমরা তাদের ভয় পেয়ো না, কেননা ঢাকা এমন কিছুই নেই যা প্রকাশ পাবে না, ও গুপ্ত এমন কিছুই
নেই যা জানা যাবে না। ২৭ আমি অন্ধকারে তোমাদের যা বলি, তা তোমরা আলোতে বল, আর কানে কানে যা শোন,
তা ছাদের উপরে প্রচার কর। ২৮ যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না,
তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই নরকে বিনাশ করতে পারেন। ২৯ এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক
টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।
৩০ তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; ৩১ সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির
চেয়ে অধিক মূল্যবান। ৩২ তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার

সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; ৩৩ কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ
পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।

৩৪ এমনটি মনে করো না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি আনবার জন্য এসেছি; শান্তি নয়, খড়্গাই আনবার জন্য
এসেছি; ৩৫ কেননা আমি *পিতা থেকে ছেলেকে, মা থেকে মেয়েকে, ও শাশুড়ী থেকে পুত্রবধূকে* বিচ্ছিন্ন করতে
এসেছি; ৩৬ *আর নিজ নিজ পরিবার-পরিজনই হবে মানুষের শত্রু।*

৩৭ যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; যে কেউ ছেলে বা
মেয়েকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়; ৩৮ যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে
আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়। ৩৯ যে কেউ নিজের প্রাণ খুঁজে পায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ
আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে।

৪০ তোমাদের যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর আমাকে যে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে,
আমাকে যিনি প্রেরণ করেছেন। ৪১ নবীকে নবী বলে যে গ্রহণ করে, সে নবীর মজুরি পাবে; আর ধার্মিককে ধার্মিক
বলে যে গ্রহণ করে, সে ধার্মিকের মজুরি পাবে। ৪২ যে কেউ এই ক্ষুদ্রজনদের মধ্যে কোন একজনকে শিষ্য বলে কেবল
এক ঘটি ঠাণ্ডা জলও খেতে দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে কোনমতে নিজের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।'

১১ এভাবে নিজ বারোজন শিষ্যের কাছে এই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া শেষ করার পর যীশু সেখান থেকে তাদের শহরে
শহরে উপদেশ দিতে ও প্রচার করতে বেরিয়ে পড়লেন।

যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর

২ এদিকে যোহন কারাগারে থেকে খ্রীষ্টের কর্মের কথা শুনে নিজের শিষ্যদের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে
পাঠালেন, ৩ 'যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?' ৪ উত্তরে যীশু তাদের
বললেন, 'তোমরা যা কিছু শুনতে ও দেখতে পাচ্ছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও: ৫ *অন্ধ আবার দেখতে পায়* ও খোঁড়া
হেঁটে বেড়ায়, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ শুচীকৃত হয় ও বধির শুনতে পায়, এবং মৃত পুনরুত্থিত হয় ও
দীনদরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করা হয়; ৬ আর সুখী সেই জন, আমার বিষয়ে যার পদস্খলন না হয়।' ৭ তারা
চলে যাচ্ছে, সেসময় যীশু লোকদের কাছে যোহন বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন: 'তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে
গিয়েছিলে? বাতাসে দোলা একটা নলগাছ? ৮ তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক-পরা কোন ব্যক্তিকে?
দেখ, যারা মোলায়েম পোশাক পরে, তারা তো রাজপ্রাসাদেই থাকে। ৯ তবে কী দেখতে গিয়েছিলে? একজন নবীকে?
হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, নবীর চেয়েও শ্রেষ্ঠই এক মানুষকে দেখতে গিয়েছিলে। ১০ ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে
লেখা আছে:

দেখ, আমি আমার দূত তোমার সামনে প্রেরণ করছি;
তোমার সামনে সে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।

১১ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে দীক্ষাগুরু যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও
আবির্ভূত হয়নি; তবু স্বর্গরাজ্যে যে ক্ষুদ্রতম, সে তাঁর চেয়ে মহান। ১২ দীক্ষাগুরু যোহনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত
স্বর্গরাজ্য প্রবল চেষ্টার অধীন, আর যারা প্রবল চেষ্টা করছে তারাই তা দখল করছে; ১৩ কেননা সমস্ত নবী ও বিধান
যোহন পর্যন্তই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে; ১৪ আর তোমরা যদি কথাটা গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে তিনিই সেই এলিয়,
যাঁর আসার কথা ছিল। ১৫ যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!

১৬ আমি কার্ সঙ্গেই বা এই প্রজন্মের মানুষদের তুলনা করব? তারা তো এমন ছেলেদের মত যারা বাজারে বসে
নিজেদের বন্ধুদের উদ্দেশ করে বলে,

১৭ আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম,
কিন্তু তোমরা নাচলে না;
বিলাপগান গাইলাম,
কিন্তু তোমরা বুক চাপড়াওনি।

১৮ কারণ যোহন এসে আহার ও পান করলেন না, আর লোকে বলে, সে ভূতগ্রস্ত। ১৯ মানবপুত্র এসে আহার ও
পান করেন, আর লোকে বলে, ওই দেখ, একজন পেটুক, একটা মাতাল, কর-আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু
প্রজ্ঞা নিজের কর্ম দ্বারা নির্দোষ বলে সাব্যস্ত হয়েছে!'

গালিলেয়ার শহরগুলোর উপরে যীশুর বিলাপ

২০ যে যে শহরে তাঁর বেশির ভাগ পরাক্রম-কর্ম সাধন করা হয়েছিল, তিনি তখন সেই সকল শহরকে ভর্ৎসনা
করতে লাগলেন, কেননা সেগুলো মনপরিবর্তন করেনি: ২১ 'খোরাজিন, ধিক্ তোমাকে! বেথ্সাইদা, ধিক্ তোমাকে!
কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কর্ম সাধন করা হয়েছে, তা যদি তুরস ও সিদোনেই সাধন করা হত, তবে
বহুদিন আগেই তারা চটের কাপড়ে ছাইয়ে বসে মনপরিবর্তন করত। ২২ তবু আমি তোমাদের বলছি, বিচারের দিনে

তোমাদের দশার চেয়ে তুরস ও সিদোনের দশাই সহনীয় হবে। ২৩ আর তুমি, হে কাফার্নাউম, তোমাকে নাকি *স্বর্গ*
পর্যন্ত উচ্চ করা হবে? পাতাল পর্যন্তই তোমাকে নামিয়ে দেওয়া হবে; কেননা যে সকল পরাক্রম-কর্ম তোমার মধ্যে
সাধন করা হয়েছে, তা যদি সদোমে সাধন করা হত, তবে সদোম আজ পর্যন্ত থাকত। ২৪ তবু আমি তোমাদের
বলছি, বিচারের দিনে তোমার দশার চেয়ে সদোম অঞ্চলের দশাই সহনীয় হবে।'

পিতা ও পুত্রের রহস্যময় কথা শিশুদেরই কাছে প্রকাশিত

২৫ ঠিক সেসময় যীশু বলে উঠলেন, 'হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি, কারণ তুমি প্রজ্ঞাবান
ও বুদ্ধিমানদের কাছে এই সকল বিষয় গুপ্ত রেখে শিশুদেরই কাছে তা প্রকাশ করেছ; ২৬ হ্যাঁ, পিতা, তোমার প্রসন্নতায়
তুমি তা-ই নিরূপণ করলে। ২৭ পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, এবং পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে
না, পিতাকেও কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা
করেন।
২৮ তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। ২৯ আমার
জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ
প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে; ৩০ হ্যাঁ, আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।'

সাব্বাৎ দিনে শিষ ছিঁড়ে খাওয়া

১২ সেসময় যীশু সাব্বাৎ দিনে শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ও তাঁর শিষ্যেরা ক্ষুধার্ত হওয়ায় শিষ ছিঁড়ে
ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। ২ ফরিসিরা তা লক্ষ করে তাঁকে বললেন, 'দেখুন, সাব্বাৎ দিনে যা করা বিধেয় নয়, আপনার
শিষ্যেরা তা-ই করছে।' ৩ তিনি তাঁদের বললেন, 'দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত হলে তিনি যা করেছিলেন, আপনারা
কি তা পড়েননি? ৪ তিনি তো ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করলেন, আর সেই যে ভোগ-রুটি যা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের পক্ষে
খাওয়া বিধেয় ছিল না, কেবল যাজকদেরই পক্ষে বিধেয় ছিল, তাঁরা তা খেয়েছিলেন। ৫ আর আপনারা কি বিধানে
একথা পড়েননি যে, সাব্বাৎ দিনে যাজকেরা মন্দিরে সাব্বাৎ লঙ্ঘন করলেও নির্দোষ থাকে? ৬ এখন আমি আপনাদের
বলছি, মন্দিরের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে। ৭ কিন্তু *আমি দয়া চাই, বলিদান নয়* একথার অর্থ যে কি, তা যদি
আপনারা জানতেন, তবে নির্দোষদের দোষী করতেন না। ৮ কেননা মানবপুত্র সাব্বাতের প্রভু।'

নুলো হাত মানুষের সুস্থতা-লাভ

৯ সেখান থেকে চলে গিয়ে তিনি তাদের সমাজগৃহে প্রবেশ করলেন। ১০ আর দেখ, একজন লোক ছিল যার একটা
হাত নুলো। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাব্বাৎ দিনে কি নিরাময় করা বিধেয়?' অভিপ্রায় ছিল, তাঁরা তাঁর
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারবেন। ১১ তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যাঁর একটা
মেষ থাকলে আর সেটা সাব্বাৎ দিনে গর্তে পড়ে গেলে তিনি তা ধরে তুলবেন না? ১২ তবে মেষের চেয়ে মানুষের
মূল্য অধিক বেশি! অতএব সাব্বাৎ দিনে সৎকর্ম করা বিধেয়।' ১৩ তখন তিনি লোকটিকে বললেন, 'তোমার হাত
বাড়িয়ে দাও!' সে হাত বাড়িয়ে দিল, আর তা আবার অন্যটার মত সুস্থ হয়ে উঠল। ১৪ এতে ফরিসিরা বাইরে গিয়ে
তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কি ভাবে তাঁকে ধ্বংস করা যায়।

প্রভুর দাস যীশু

১৫ তা জানতেন বিধায় যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন। বহু লোক তাঁর অনুসরণ করত, আর তিনি সকলকে
নিরাময় করতেন, ১৬ কিন্তু এই কড়া নির্দেশ দিতেন, তারা যেন তাঁর পরিচয় প্রকাশ না করে, ১৭ যাতে নবী ইসাইয়ার
মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

১৮ *এই যে আমার দাস, তিনি আমার মনোনীতজন,*
আমার প্রিয়জন, আমার প্রাণ এঁতেই প্রসন্ন।
আমি তাঁর উপর আমার আত্মার অধিষ্ঠান ঘটাব;
সকল দেশের কাছে তিনি প্রচার করবেন ন্যায়বিচার।
১৯ *তিনি জোরে কথা বলবেন না, চিৎকার করবেন না,*
রাস্তা-ঘাটে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না;
২০ *তিনি দোমড়ানো নলগাছ ছিঁড়বেন না,*
টিমটিমে সলতেও নিভিয়ে দেবেন না,
যতদিন না তাঁর দ্বারা ন্যায়বিচারের বিজয় ঘটে।
২১ *বিজাতীয়রা তাঁর নামেই প্রত্যাশা রাখবে।*

যীশু ও বেয়েল্‌জেবুল
মানুষের মুখের কথায়ই তার হৃদয়ের পরিচয়
২২ তখন অপদূতগ্রস্ত একজন লোককে তাঁর কাছে আনা হল—সে ছিল অন্ধ ও বোবা; আর তিনি তাকে নিরাময়
করলেন যেন সেই বোবা কথা বলতে ও দেখতে পায়। ২৩ সমস্ত লোক স্তম্ভিত হয়ে বলতে লাগল, 'ইনি কি সেই
দাউদসন্তান?' ২৪ কিন্তু ফরিসিরা তা শুনে বললেন, 'এ কেবল অপদূতদের প্রধান সেই বেয়েল্‌জেবুলের প্রভাবেই
অপদূত তাড়ায়।'
২৫ তাঁদের চিন্তা-ভাবনা জানতেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, 'বিবাদে বিভক্ত যে কোন রাজ্যের উচ্ছেদ
অবশ্যম্ভাবী; বিবাদে বিভক্ত যে কোন শহর বা পরিবারও স্থির থাকতে পারে না। ২৬ আচ্ছা, শয়তান যদি শয়তানকে
তাড়ায়, সে নিজেই বিবাদে বিভক্ত; তবে তার রাজ্য কেমন করে স্থির থাকবে? ২৭ আর আমি যদি বেয়েল্‌জেবুলের
প্রভাবে অপদূত তাড়াই, তবে আপনাদের শিষ্যেরা কার্ প্রভাবেই বা তাদের তাড়ায়? এজন্য তারাই আপনাদের
বিচারক হয়ে দাঁড়াবে! ২৮ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার প্রভাবে অপদূত তাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য
আপনাদের মাঝে এসেই পড়েছে। ২৯ একজন বলবান লোকের বাড়িতে ঢুকে কেমন করেই বা একজন তার
জিনিসপত্র লুট করতে পারে, যদি না আগে সে সেই বলবান লোককে বেঁধে ফেলে? তবেই সে তার বাড়ির সবকিছু
লুট করতে পারে। ৩০ যে আমার সপক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, এবং আমার সঙ্গে যে কুড়োয় না, সে ছড়িয়ে ফেলে।
৩১ এজন্যই আমি আপনাদের বলছি, মানুষের যে কোন পাপ ও ঈশ্বরনিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মা-নিন্দার
ক্ষমা হবে না। ৩২ আর যে কেউ মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার
বিরুদ্ধেই কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে না—ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।
৩৩ তোমরা যদি ভাল গাছের কথা ধর, তবে তার ফলও ভাল হবে, আর যদি মন্দ গাছের কথা ধর, তবে তার
ফলও মন্দ হবে; কেননা ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায়। ৩৪ হে সাপের বংশ, আপনারা মন্দ হয়ে কেমন করে ভাল কথা
বলতে পারেন? কেননা হৃদয় থেকে যা ছেপে ওঠে, মুখ তা-ই বলে। ৩৫ ভাল মানুষ ভাল ভাণ্ডার থেকে ভাল জিনিস
বের করে; মন্দ মানুষ মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে। ৩৬ আমি আপনাদের বলছি, মানুষ যত ভিত্তিহীন
কথা বলে, বিচারের দিনে তার প্রত্যেকটার জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে; ৩৭ কারণ আপনার মুখের কথার ভিত্তিতেই
আপনাকে ধার্মিক বলে সাব্যস্ত করা হবে, আবার আপনার মুখের কথার ভিত্তিতেই আপনাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করা
হবে।'

যোনার চিহ্ন
৩৮ তখন কয়েকজন শাস্ত্রী ও ফরিসি তাঁকে বললেন, 'গুরু, আমরা আপনার কাছে কোন একটা চিহ্ন দেখবার ইচ্ছা
করি।' ৩৯ তিনি উত্তরে তাঁদের বললেন, 'এই প্রজন্মের অসৎ ও ব্যভিচারী মানুষ একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু
নবী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না। ৪০ কারণ *যোনা যেমন তিন দিন তিন রাত ধরে সেই*
অতিকায় মাছের পেটে থাকলেন, তেমনি মানবপুত্রও তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন। ৪১ নিনিভের
লোকেরা বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে এদের দোষী সাব্যস্ত করবে, কেননা যোনার প্রচারে তারা
মনপরিবর্তন করেছিল; আর দেখ, যোনার চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে। ৪২ দক্ষিণ দেশের সেই রানী বিচারে এই
প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে উঠে এদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কেননা সলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনবার জন্য তিনি
পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন; আর দেখ, সলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।
৪৩ অশুচি আত্মা যখন কোন মানুষকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তখন বিশ্রামের খোঁজে জলহীন নানা জায়গা দিয়ে ঘুরে
বেড়ায়, কিন্তু তা পায় না; ৪৪ তখন সে বলে, আমি যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি, আমার সেই ঘরেই ফিরে যাব;
কিন্তু ফিরে এসে সে তা শূন্য, মার্জিত ও শ্রীমণ্ডিতই পায়; ৪৫ তখন সে গিয়ে নিজের চেয়ে দুষ্ট অপর সাতটা আত্মাকে
সঙ্গে নিয়ে আসে, এবং ভিতরে ঢুকে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে; ফলে সেই মানুষের প্রথম দশার চেয়ে শেষ
দশা আরও খারাপ হয়। এই প্রজন্মের দুষ্ট মানুষদের বেলায় ঠিক তাই ঘটবে।'

যীশুর প্রকৃত পরিজন
৪৬ তিনি তখনও লোকদের এই সমস্ত কথা বলছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা
বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। [৪৭ তখন একজন লোক তাঁকে বলল, 'দেখুন, আপনার মা ও
ভাইয়েরা আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'] ৪৮ কিন্তু তাঁকে যে একথা বলল, তাকে
তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা?' ৪৯ এবং নিজের শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে
বললেন, 'এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা; ৫০ কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে,
সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।'

স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে নানা উপমা-কাহিনী

১৩ সেদিন যীশু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সমুদ্র-কূলে বসলেন, ২ কিন্তু এত বহুলোকের ভিড় তাঁর কাছে জমতে
লাগল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে সেইখানে বসলেন। সমস্ত লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইল, ৩ আর তিনি
উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের অনেক কথা বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন, 'দেখ, বীজবুনিয়ে বীজ বুনতে বেরিয়ে পড়ল। ৪ বোনার সময়ে কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল;
তখন পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। ৫ আবার কিছু বীজ পাথুরে জায়গায় পড়ল, যেখানে বেশি মাটি ছিল না; তাই
মাটি গভীর না হওয়ায় তা শীঘ্র গজে উঠল, ৬ কিন্তু সূর্য উঠলেই তা পুড়ে গেল, ও তার শিকড় না থাকায় শুকিয়ে
গেল। ৭ আবার কিছু বীজ কাঁটাঝোপের মধ্যে পড়ল; তাই কাঁটাগাছ বেড়ে তা চেপে রাখল। ৮ আবার কিছু বীজ উত্তম
মাটিতে পড়ল ও ফল দিল: কোনটায় একশ' গুণ, কোনটায় ষাট গুণ, ও কোনটায় ত্রিশ গুণ। ৯ যার কান আছে, সে
শুনুক।'

১০ তখন শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের কাছে
কথা বলেন?' ১১ তিনি উত্তরে বললেন, 'এর কারণ, স্বর্গরাজ্য সংক্রান্ত রহস্যগুলো তোমাদের বুঝতে দেওয়া হয়েছে,
কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি; ১২ যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু
নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। ১৩ এজন্য আমি তাদের কাছে উপমা-কাহিনীর মধ্য
দিয়ে কথা বলি, কারণ তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না ও বোঝেও না। ১৪ ফলে তাদের সম্বন্ধে ইসাইয়ার এই
ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়:

তোমরা কান পেতে শুনবে, কিন্তু বুঝবে না;
তোমরা তাকিয়ে দেখবে, কিন্তু দেখতে পাবে না,
১৫ *কেননা এই লোকদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে,*
তারা কানে খাটো হয়ে গেছে, চোখ বন্ধ করে দিয়েছে,
পাছে তারা চোখে দেখে ও কানে শোনে,
হৃদয়ে বোঝে ও পথ ফেরায়,
আর আমি তাদের সুস্থ করি।

১৬ কিন্তু তোমাদের চোখ সুখী, কারণ দেখতে পায়; তোমাদের কান সুখী, কারণ শুনতে পায়; ১৭ আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ, তা অনেক নবী ও ধার্মিক মানুষ দেখতে বাসনা করেও দেখতে পাননি; এবং তোমরা
যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে বাসনা করেও শুনতে পাননি।

১৮ তাই তোমরা বীজবুনিয়ের উপমা-কাহিনী মন দিয়ে শোন: ১৯ যখন কেউ সেই রাজ্যের বাণী শুনে তা বোঝে
না, তখন সেই ধূর্তজন এসে তার হৃদয়ে যা বোনা হয়েছিল, তা কেড়ে নেয়; এ হল সেই মানুষ যে পথের ধারে
বোনা। ২০ সেও আছে যে পাথুরে মাটিতে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনতে না শুনতেই তা সানন্দে গ্রহণ
করে, ২১ কিন্তু তার অন্তরে শিকড় নেই; সে তো ক্ষণস্থির মানুষ, ফলে বাণীর কারণে কোন ক্লেশ বা নির্যাতন দেখা
দিলেই সে স্খলিত হয়। ২২ সেও আছে যে কাঁটাঝোপের মধ্যে বোনা: এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শোনে, কিন্তু
এসংসারের চিন্তা ও ধনের মায়া বাণীটা চেপে রাখে; তাই তা ফলহীন হয়। ২৩ সেও আছে যে উত্তম মাটিতে বোনা:
এ এমন মানুষ যে সেই বাণী শুনে তা বোঝে; সে-ই বাস্তবিক ফলবান হয়: সে কখনও একশ' গুণ, কখনও ষাট গুণ,
কখনও ত্রিশ গুণ ফল দেয়।'

২৪ তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক
লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যে নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনল। ২৫ সকলে যখন ঘুমোচ্ছিল, তখন তার শত্রু এসে
ওই গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনে চলে গেল। ২৬ পরে যখন বীজ গজে উঠে ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও দেখা
দিল। ২৭ সেই গৃহস্বামীর দাসেরা এসে তাকে বলল, প্রভু, আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনেননি? তবে শ্যামাঘাস
এল কোথা থেকে? ২৮ সে তাদের বলল, কোন শত্রু এ কাজ করেছে। দাসেরা তাকে বলল, তবে আপনি কি চান,
আমরা গিয়ে তা সংগ্রহ করব? ২৯ সে বলল, না, পাছে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করতে করতে তোমরা তার সঙ্গে গমও
উপড়ে ফেল। ৩০ ফসল কাটার সময় পর্যন্ত তোমরা বরং দুই-ই একসঙ্গে বাড়তে দাও, আর ফসল কাটার সময়ে আমি
কাটিয়েদের বলব, তোমরা আগে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা পোড়াবার জন্য আটি বেঁধে রাখ, কিন্তু গম আমার
গোলায় এনে রেখে দাও।'

৩১ তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন; তিনি বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন একটা
সর্ষে-দানার মত, যা একজন লোক নিয়ে নিজের জমিতে বুনল। ৩২ সকল বীজের চেয়ে ওই বীজ ছোট, কিন্তু একবার
বেড়ে উঠলে তা যত শাকের চেয়ে বড় হয়; আর এমন গাছ হয়ে উঠে যে, আকাশের পাখিরা এসে তার শাখায় বাসা
বাঁধে।'

৩৩ তিনি তাদের কাছে আর একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন করলেন: 'স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মত, যা একজন
স্ত্রীলোক নিয়ে তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মাখল, শেষে সমস্তই গেঁজে উঠল।'

৩৪ এই সমস্ত বিষয় যীশু উপমার মধ্য দিয়েই লোকদের কাছে বলতেন; উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে ছাড়া তাদের
কিছুই বলতেন না, ৩৫ যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

উপমা-কথায় আমি মুখ খুলব,
এমন কিছু উচ্চারণ করব,
যা জগৎপত্তনের সময় থেকে গুপ্ত।

৩৬ পরে তিনি লোকের ভিড় ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, ‘জমির
শ্যামাঘাসের উপমা-কাহিনীটার অর্থ বুঝিয়ে দিন।’ ৩৭ উত্তরে তিনি বললেন, ‘যিনি ভাল বীজ বোনেন, তিনি
মানবপুত্র। ৩৮ জমি হল জগৎ, ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানেরা, শ্যামাঘাস সেই ধূর্তজনের সন্তানেরা; ৩৯ যে শত্রু
শ্যামাঘাস বুনেছিল, সে দিয়াবল, ফসল কাটার সময় হল অন্তিম কাল, কাটিয়েরা হলেন স্বর্গদূত। ৪০ সুতরাং যেমন
শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে তা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, অন্তিম কালে তেমনি ঘটবে: ৪১ মানবপুত্র নিজ দূতদের প্রেরণ
করবেন; যা যা স্খলন ঘটায় তাঁরা সেইসব কিছু ও যত জঘন্য কর্মের সাধককে তাঁর রাজ্য থেকে সংগ্রহ করবেন ৪২ ও
তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। ৪৩ তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার
রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে। যার কান আছে, সে শুনুক।
৪৪ স্বর্গরাজ্য কোন জমিতে গুপ্ত এমন ধনের মত, যা খুঁজে পেয়ে একজন লোক আবার গোপন করে রাখে; পরে
মনের আনন্দে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে সেই জমি কিনে নেয়। ৪৫ আবার, স্বর্গরাজ্য তেমন এক বণিকের মত যে
উত্তম মুক্তার খোঁজে বেড়াচ্ছে; ৪৬ একটা মহামূল্যবান মুক্তা খুঁজে পেয়ে সে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে তা কিনে নেয়।
৪৭ আবার স্বর্গরাজ্য তেমন এক টানা জালের মত, যা সমুদ্রে ফেলা হলে সব ধরনের মাছ সংগ্রহ করে। ৪৮ জালটা
ভর্তি হলে লোকে তা ডাঙায় টেনে তোলে, আর সেখানে বসে ভাল মাছগুলো সংগ্রহ করে ঝুড়িতে রাখে, ও
মন্দগুলোকে ফেলে দেয়। ৪৯ অন্তিম কালে তেমনিই ঘটবে: দূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্য থেকে দুর্জনদের পৃথক করে
দেবেন, ৫০ ও তাদের সেই অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেবেন যেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।
৫১ তোমরা কি এই সমস্ত কিছু বুঝেছ?’ তাঁরা বললেন, ‘হ্যাঁ।’ ৫২ তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘এজন্য যে শাস্ত্রী
স্বর্গরাজ্যের শিষ্য হয়েছেন, তিনি তেমন গৃহস্বামীর মত, যে নিজের ভাণ্ডার থেকে নতুন ও পুরাতন দু’ রকমেরই
জিনিস বের করে আনে।’
৫৩ এই সমস্ত উপমা-কাহিনী শেষ করার পর যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন। ৫৪ নিজের দেশে এসে তিনি তাদের
সমাজগৃহে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন; আর লোকে বিস্ময়মগ্ন হয়ে বলছিল: ‘এমন প্রজ্ঞা ও এমন
পরাক্রম-কর্মগুলো কোথা থেকেই বা এর কাছে আসে? ৫৫ এ কি সেই ছুতোরের ছেলে নয়? এর মায়ের নাম কি
মারীয়া নয়? এবং যাকোব, যোসেফ, সিমোন ও যুদা কি এর ভাই নয়? ৫৬ এর বোনেরাও কি সকলে আমাদের
এখানে নেই? তবে এই সমস্ত কিছু কোথা থেকেই বা এর কাছে এল?’ ৫৭ এতে তিনি তাদের স্খলনের কারণ ছিলেন।
কিন্তু যীশু তাদের বললেন, ‘নবী কেবল নিজের দেশে ও নিজের পরিবার-পরিজনদের মধ্যেই অসম্মানিত হন!’
৫৮ এবং তাদের অবিশ্বাসের কারণে তিনি সেখানে বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করলেন না।

দীক্ষাগুরু যোহনের মৃত্যু

১৪ সেসময় হেরোদ রাজা যীশুর খ্যাতির কথা শুনতে পেয়ে ২ নিজের পরিষদদের বললেন, ‘ইনি দীক্ষাগুরু যোহন
নিজেই; তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন আর এজন্য পরাক্রম-কর্ম সাধন করার শক্তি তাঁর মধ্যে
সক্রিয়।’ ৩ বস্তুতপক্ষে হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার কারণে যোহনকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ
করেছিলেন, ৪ কেননা যোহন তাঁকে বলেছিলেন, ‘তাকে রাখা আপনার বিধেয় নয়।’ ৫ আর তিনি তাঁকে হত্যা করতে
চাইলেও লোকদের জন্য ভয় পাচ্ছিলেন, কারণ লোকে তাঁকে নবী বলে মানত।
৬ পরে, হেরোদের জন্মদিনের উৎসবে, এমনটি ঘটল যে, হেরোদিয়ার মেয়ে সকলের মধ্যে নেচে হেরোদকে
এতই পুলকিত করল যে, ৭ তিনি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, সে যা যাচ্না করবে, তিনি তা তাকে দেবেন। ৮ মায়ের
প্ররোচনায় মেয়েটি বলল, ‘দীক্ষাগুরু যোহনের মাথা থালায় করে এখানে আমাকে দিন।’ ৯ এতে রাজা মনঃক্ষুণ্ন
হলেন, কিন্তু নিজের শপথের জোরে ও উপস্থিত অতিথিদের কারণে তিনি তাকে তা দিতে আদেশ করলেন: ১০ তিনি
লোক পাঠিয়ে কারাগারে যোহনের শিরশ্ছেদ করালেন; ১১ আর তাঁর মাথা একটা থালায় করে এনে মেয়েটিকে দেওয়া
হল; আর সে তা মায়ের কাছে নিয়ে গেল। ১২ তাঁর শিষ্যেরা এসে দেহটি নিয়ে গিয়ে তাঁর সমাধি দিল, পরে যীশুকে
গিয়ে সংবাদ দিল।

যীশু পাঁচ হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

১৩ তা শুনে যীশু নৌকায় করে সেখান থেকে এক নির্জন স্থানে চলে গেলেন যেখানে একাকী হয়ে থাকতে পারেন।
কিন্তু লোকেরা তা শুনে নানা শহর থেকে এসে হাঁটা-পথে তাঁর পিছু পিছু সেখানে গেল। ১৪ তাই তিনি যখন নৌকা
থেকে নেমে এলেন, তখন বিপুল এক জনতাকে দেখলেন। তাদের প্রতি তিনি দয়ায় বিগলিত হলেন, ও তাদের
পীড়িত লোকদের নিরাময় করলেন। ১৫ পরে, সন্ধ্যা হলে শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, ‘জায়গাটা নির্জন,

বেলাও গেছে; লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার মত কিছু কিনতে পারে।'
১৬ যীশু তাঁদের বললেন, 'এদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই; তোমরাই এদের খেতে দাও।' ১৭ তাঁরা তাঁকে বললেন,
'আমাদের এখানে কেবল পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই।' ১৮ তিনি বললেন, 'তা এখানে আমার
কাছে আন।' ১৯ তিনি লোকদের ঘাসের উপরে বসতে আদেশ করলে পর সেই পাঁচখানা রুটি ও দু'টো মাছ হাতে
নিয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করলেন, এবং সেই ক'খানা রুটি ছিঁড়ে তা শিষ্যদের হাতে
দিলেন ও শিষ্যেরা তা লোকদের দিয়ে দিলেন। ২০ সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল,
তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে বারোখানা ঝুড়ি ভরে গেল। ২১ যারা খেয়েছিল, তারা স্ত্রীলোক ও শিশু বাদে আনুমানিক পাঁচ
হাজার পুরুষ ছিল।

যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলেন

২২ আর যীশু তখনই শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে আগে ওপারে যান; ইতিমধ্যে
তিনি লোকদের বিদায় দেবেন। ২৩ লোকদের বিদায় দেবার পর তিনি একাকী হয়ে প্রার্থনা করার জন্য পর্বতে গিয়ে
উঠলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন, ২৪ কিন্তু নৌকাটা ডাঙা থেকে বেশ দূরে গিয়ে পড়েছিল, ও বাতাস
প্রতিকূল হওয়ায় প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করছিল। ২৫ রাত যখন চার প্রহর, তখন তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে
হেঁটে তাঁদের কাছে এলেন। ২৬ তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে শিষ্যেরা আতঙ্কিত হলেন; তাঁরা বললেন, 'এ
যে ভূত!' এবং ভয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। ২৭ কিন্তু যীশু তখনই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন,
বললেন: 'সাহস ধর, আমিই আছি, ভয় করো না।' ২৮ তখন পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, যদি আপনি হন,
তবে আদেশ করুন, আমি যেন জলের উপর দিয়ে হেঁটে আপনার কাছে আসতে পারি।' ২৯ তিনি বললেন, 'এসো।'
তাই পিতর নৌকা থেকে বের হয়ে জলের উপর দিয়ে যীশুর দিকে চলতে লাগলেন, ৩০ কিন্তু বাতাস দেখে ভয়
পেলেন, ও ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'প্রভু, আমাকে ত্রাণ করুন।' ৩১ যীশু তখনই হাত বাড়িয়ে
তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন, ও তাঁকে বললেন, 'হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?' ৩২ আর তাঁরা নৌকায় ওঠামাত্র
বাতাস পড়ে গেল। ৩৩ যাঁরা নৌকায় ছিলেন, তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করে বললেন, 'সত্যি, আপনি ঈশ্বরের
পুত্র।'

৩৪ পার হয়ে তাঁরা গেন্নেসারেতের কাছাকাছি এসে ভিড়লেন। ৩৫ সেখানকার লোকেরা তাঁকে চিনতে পেরে
চারদিকে সেই দেশের সকল স্থানে সংবাদ পাঠাল, তখন সকল পীড়িত লোককে তাঁর কাছে আনা হল; ৩৬ এবং তাঁকে
তারা মিনতি করতে লাগল, যেন পীড়িতেরা তাঁর পোশাকের ধারটুকুই কমপক্ষে স্পর্শ করতে পারে; আর যত লোক
তা স্পর্শ করল, সকলেই পরিত্রাণ পেল।

ফরিসিদের পরম্পরাগত শিক্ষা

১৫ সেসময় যেরুসালেম থেকে ফরিসিরা ও শাস্ত্রীরা যীশুর কাছে এসে বললেন, ২ 'আপনার শিষ্যেরা কেন প্রাচীনদের
পরম্পরাগত বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করে? খেতে বসবার আগে তারা তো হাত ধুয়ে নেয় না।' ৩ উত্তরে তিনি তাঁদের
বললেন, 'আপনারাও নিজেদের পরম্পরাগত বিধি-নিয়মের খাতিরে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন কেন? ৪ কারণ
ঈশ্বর বলেছেন, *তুমি আপন পিতাকে ও আপন মাতাকে সম্মান করবে,* এবং *যে কেউ তার পিতাকে বা তার মাতাকে
অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে।* ৫ কিন্তু আপনারা বলে থাকেন, পিতাকে বা মাতাকে যে বলে, আমার যা কিছু
তোমার সাহায্যে লাগতে পারে তা পবিত্রীকৃত অর্ঘ্য, ৬ সে নিজের পিতা বা মাতাকে সম্মান করতে আর বাধ্য নয়;
এভাবে আপনারা নিজেদের পরম্পরাগত বিধি-নিয়মের খাতিরে ঈশ্বরের বাণী নিষ্ফল করেছেন। ৭ ভণ্ড! ইসাইয়া
আপনাদের বিষয়ে এই বলে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন:

৮ *এই জাতির মানুষেরা ওষ্ঠেই আমার সম্মান করে,*
কিন্তু এদের হৃদয় আমা থেকে দূরে রয়েছে;
৯ *এরা বৃথাই আমাকে উপাসনা করে,*
যে শিক্ষা দিয়ে থাকে তা মানুষের আদেশ মাত্র।'

শুচি-অশুচি প্রসঙ্গ

১০ লোকদের কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'তোমরা শোন ও বুঝে নাও: ১১ মুখের ভিতরে যা যায়, তা যে মানুষকে
কলুষিত করে এমন নয়, কিন্তু মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসে, তা-ই মানুষকে কলুষিত করে।' ১২ তখন শিষ্যেরা কাছে
এসে তাঁকে বললেন, 'আপনি কি জানেন, একথা শুনে ফরিসিরা তা স্খলনের ব্যাপার মনে করেছেন?' ১৩ উত্তরে তিনি
বললেন, 'আমার স্বর্গস্থ পিতা যে যে চারাগাছ পোঁতেননি, সেগুলো সবই উপড়ে ফেলা হবে। ১৪ তাঁদের কথা বাদ
দাও, তাঁরা অন্ধদের অন্ধ পথদিশারী; যদি অন্ধ অন্ধকে পথে চালিত করে, দু'জনেই গর্তে পড়বে।' ১৫ এতে পিতর
তাঁকে বললেন, 'এই রহস্যময় বাণীর অর্থ আমাদের বুঝিয়ে দিন।' ১৬ তিনি বললেন, 'তোমাদেরও কি এখনও বোধ
হয়নি? ১৭ এ কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের ভিতরে যায়, তা পেটে যায় আর শেষে মলগর্তে চলে যায়? ১৮ কিন্তু
যা কিছু মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, তা হৃদয় থেকেই আসে, আর তা-ই মানুষকে কলুষিত করে। ১৯ কেননা হৃদয়

থেকেই দুরভিসন্ধি, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য, পরনিন্দা বেরিয়ে আসে; ২০ এগুলিই মানুষকে কলুষিত করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খাবার খেলে মানুষ এতে কলুষিত হয় না।'

কানানীয় স্ত্রীলোকের বিশ্বাস

২১ সেই জায়গা ছেড়ে যীশু তুরস ও সিদোন প্রদেশের দিকে চলে গেলেন। ২২ আর হঠাৎ ওই অঞ্চলের একজন কানানীয় স্ত্রীলোক এসে চিৎকার করতে লাগল, 'প্রভু, দাউদসন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার মেয়েটি একটা অপদূত দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়িতা।' ২৩ তিনি কিন্তু তাকে উত্তরে কিছুই বললেন না। তখন তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, 'একে বিদায় দিন, কেননা এ আমাদের পিছু পিছু চিৎকার করছে।' ২৪ তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি কেবল ইস্রায়েলকুলের হারানো মেষগুলির কাছেই প্রেরিত হয়েছি।' ২৫ কিন্তু স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে তাঁর সামনে প্রণিপাত করে থাকল; বলল 'প্রভু, আমাকে সাহায্য করুন।' ২৬ তিনি উত্তরে বললেন, 'সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরশাবকদের কাছে ফেলে দেওয়া মানায় না।' ২৭ তাতে সে প্রতিবাদ করে বলল, 'হ্যাঁ, প্রভু, তবু কুকুরশাবকেরাও নিজেদের মনিবের টেবিল থেকে যে খাবারের টুকরো পড়ে তা খায়।' ২৮ তখন যীশু উত্তরে তাকে বললেন, 'নারী, তোমার এ বিশ্বাস সত্যি গভীর: তোমার যা ইচ্ছা, তা-ই হোক।' আর সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়েটি সুস্থ হল।

সমুদ্রের ধারে সাধিত নানা আরোগ্য-কাজ

২৯ সেখান থেকে চলে গিয়ে যীশু গালিলেয়া সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছলেন, এবং পর্বতে উঠে সেইখানে আসন নিলেন। ৩০ আর বহু লোকের ভিড় তাঁর কাছে আসতে লাগল, তারা সঙ্গে করে পঙ্গু, খোঁড়া, অন্ধ, বোবা, ও আরও অনেক অসুস্থ লোককে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে এনে রাখল; আর তিনি তাদের নিরাময় করলেন। ৩১ বোবারা কথা বলছে, পঙ্গুরা সুস্থ হয়ে উঠছে, খোঁড়ারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ও অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, এমনটি দেখে লোকেরা আশ্চর্য হল, ও ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করতে লাগল।

যীশু চার হাজার পুরুষলোককে অলৌকিক ভাবে খাওয়ান

৩২ তখন যীশু শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, 'এই লোকদের দেখে আমার মায়া লাগে; কেননা এরা আজ তিন দিন হল আমার সঙ্গে রয়েছে ও খাবারের মত এদের কিছু নেই; আমি এদের অনাহারে বিদায় দিতে চাই না, পাছে পথে এরা মূর্ছা পড়ে।' ৩৩ শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'এমন নির্জন স্থানে আমরা কোথায়ই বা এত রুটি পাব যেন এত লোকদের ক্ষুধা মেটাতে পারি?' ৩৪ যীশু তাঁদের বললেন, 'তোমাদের কাছে ক'খানা রুটি আছে?' তাঁরা বললেন, 'সাতখানা, আর কয়েকটা ছোট মাছ।' ৩৫ তখন তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ করলেন; ৩৬ ও সেই সাতখানা রুটি ও সেই ক'টা মাছ হাতে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তা ছিঁড়লেন, এবং তা শিষ্যদের হাতে দিলেন আর শিষ্যেরা তা লোকদের দিয়ে দিলেন। ৩৭ সকলে তৃপ্তির সঙ্গেই খেল; এবং যতগুলো টুকরো পড়ে রইল, তাঁরা তা কুড়িয়ে নিলে সাতখানা ঝুড়ি ভরে গেল। ৩৮ যারা খেয়েছিল, তারা স্ত্রীলোক ও শিশু বাদে চার হাজার পুরুষ ছিল। ৩৯ আর লোকদের বিদায় দেওয়ার পর তিনি নৌকায় উঠে মাগাদান এলাকায় গেলেন।

যুগলক্ষণ নির্ণয়বোধ

১৬ ফরিসিরা ও সাদুকিরা কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য অনুরোধ জানালেন তিনি যেন স্বর্গ থেকে কোন একটা চিহ্ন তাঁদের দেখান। ২ উত্তরে তিনি তাঁদের বললেন, 'সন্ধ্যা হলে আপনারা বলে থাকেন, আকাশ লাল, তাই আবহাওয়া ভালই থাকবে; ৩ আর সকালে বলে থাকেন, আকাশ লাল ও ঘোর অন্ধকার, তাই আজ ঝড় হবেই। আপনারা আকাশের চেহারা চিনতে পারেন, কিন্তু যুগলক্ষণগুলো চিনতে পারেন না। ৪ এই প্রজন্মের অসৎ ও ব্যভিচারী মানুষ একটা চিহ্ন দেখবার দাবি করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন এদের দেখানো হবে না।' এবং তাঁদের ছেড়ে তিনি চলে গেলেন।

ফরিসিদের খামির

৫ ওপারে যাওয়ার সময়ে শিষ্যেরা সঙ্গে রুটি নিতে ভুলে গেছিলেন। ৬ যীশু তাঁদের বললেন, 'সতর্ক হও, ফরিসি ও সাদুকিদের খামিরের ব্যাপারে সাবধান থাক।' ৭ তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন, 'আমরা তো রুটি আনিনি।' ৮ তা জানতেন বিধায় যীশু বললেন, 'হে অল্পবিশ্বাসী, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে কেন বলছ, আমাদের রুটি নেই? ৯ এখনও কি বুঝতে পার না, মনেও পড়ে না সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য সেই পাঁচখানা রুটির কথা, আর কতগুলো রুটির ডালা তোমরা তুলে নিয়েছিলে? ১০ আর সেই চার হাজার লোকের জন্য সেই সাতখানা রুটির কথা, আর কতগুলো রুটির ঝুড়ি তোমরা তুলে নিয়েছিলে? ১১ তোমরা কেন বুঝতে পার না যে, আমি যখন বলেছি, ফরিসি ও সাদুকির খামিরের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাক, তখন রুটির ব্যাপারে তা বলিনি?' ১২ তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, রুটির খামির সম্বন্ধে নয়, ফরিসি ও সাদুকিদের শিক্ষা সম্বন্ধেই তিনি তাঁদের সাবধান থাকতে বলেছিলেন।

পিতরের বিশ্বাস-স্বীকৃতি
যীশুর যন্ত্রণাভোগ—প্রথম পূর্বঘোষণা

১৩ ফিলিপ-সীজারিয়া অঞ্চলে এসে যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে
লোকে কী বলে?' ১৪ তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ
কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' ১৫ তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে
তোমরাই কী বল?' ১৬ সিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।'
১৭ প্রত্যুত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই
তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। ১৮ তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি
আমার জনমণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। ১৯ স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি
আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত
হবে।' ২০ তখন তিনি শিষ্যদের আদেশ দিলেন, তিনি যে খ্রীষ্ট, একথা তাঁরা যেন কাউকেই না বলেন।

২১ সেসময় থেকেই যীশু নিজের শিষ্যদের স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে, তাঁকে যেরুসালেমে যেতে হবে, এবং
প্রবীণদের, প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, তাঁকে নিহত হতে হবে, আর তৃতীয়
দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে। ২২ এতে পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, বললেন, 'দূরের
কথা, প্রভু! অমনটি আপনার কখনও ঘটবে না।' ২৩ কিন্তু তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে পিতরকে বললেন, 'আমার পিছনে
চলে যাও, শয়তান! তুমি আমার পথের বাধা; কেননা যা ভাবছ, তা ঈশ্বরের নয়, মানুষেরই ভাবনা।'

আপন অনুগামীদের প্রতি যীশুর দাবি

২৪ তখন যীশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার
করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। ২৫ কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা
হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে। ২৬ বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয়
ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে?
২৭ কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ
অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন। ২৮ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন
কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যের প্রভাবে আসতে না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে
না।'

যীশুর দিব্য রূপান্তর

১৭ ছ' দিন পর পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যীশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য
একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; ২ এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত
দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। ৩ আর হঠাৎ মোশী ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা
তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন। ৪ তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে
আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' ৫ তিনি
কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক
কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' ৬ একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড়
হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন। ৭ কিন্তু যীশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয়
করো না।' ৮ তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যীশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। ৯ পর্বত থেকে নামবার
সময়ে যীশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না, যতদিন না মানবপুত্র
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।'

১০ তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তবে শাস্ত্রীরা কেন একথা বলেন যে, আগে এলিয়কে আসতে
হবে?' ১১ তিনি উত্তরে বললেন, 'এলিয় আসছেন বটে, এবং সবকিছুই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন; ১২ কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, এলিয় এসেই গেছেন, এবং লোকেরা তাঁকে চেনেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করল; তেমনি
মানবপুত্রকেও তাদের হাতে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।' ১৩ তখন শিষ্যেরা বুঝলেন যে, তাঁদের তিনি দীক্ষাগুরু
যোহনের কথা বলছিলেন।

মৃগীরোগীর সুস্থতা-লাভ

১৪ তাঁরা লোকদের কাছে ফিরে এলেই একজন লোক তাঁর কাছে এসে হাঁটু পাত করে বলল, ১৫ 'প্রভু, আমার
ছেলের প্রতি দয়া করুন, কেননা সে মৃগীরোগে আক্রান্ত, ও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে; সে শুধু শুধু আগুনে বা জলে পড়ে
যায়। ১৬ তাকে আমি আপনার শিষ্যদের কাছে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাকে নিরাময় করতে সক্ষম হলেন না।'
১৭ যীশু উত্তরে বললেন, 'হে অবিশ্বাসী ও ভ্রষ্ট প্রজন্মের মানুষেরা, আমি আর কত দিন তোমাদের সঙ্গে থাকব? আর
কত দিন তোমাদের সহ্য করব? তোমরা তাকে এখানে আমার কাছে নিয়ে এসো।' ১৮ আর যীশু তাকে ধমক দিলে

সেই অপদূত ছেলেকে ছেড়ে গেল, আর ছেলেটি সেই মুহূর্ত থেকে নিরাময় হল। ১৯ তখন শিষ্যেরা আড়ালে এসে যীশুকে বললেন, 'আমরা কেন তা তাড়াতে পারলাম না?' ২০ তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের অল্পবিশ্বাসের কারণে; কেননা আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলবে, এখান থেকে ওখানে সরে যাও, আর তা সরে যাবেই; তোমাদের পক্ষে অসাধ্য কিছুই থাকবে না।' [২১ 'এই ধরনের অপদূত কেবল প্রার্থনা ও উপবাস দ্বারাই তাড়িত হয়।']

যীশুর যন্ত্রণাভোগ—দ্বিতীয় পূর্বঘোষণা

২২ গালিলেয়ায় একসঙ্গে থাকাকালে যীশু তাঁদের বললেন, 'মানবপুত্রকে মানুষের হাতে শীঘ্রই তুলে দেওয়া হবে; ২৩ তারা তাঁকে হত্যা করবে, এবং তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন।' এতে তাঁদের ভীষণ দুঃখ হল।

ঈশ্বরের পুত্র হয়েও যীশু মন্দিরের কর মিটিয়ে দেন

২৪ পরে তাঁরা কাফার্নাউমে এলে, যারা মন্দিরের কর আদায় করত, তারা পিতরকে এসে বলল, 'আপনাদের গুরু কি কর দেন না?' ২৫ তিনি বললেন, 'তিনি দিয়ে থাকেন।' আর তিনি বাড়িতে ঢুকলে কথা বলার আগেই যীশু তাঁকে বললেন, 'সিমোন, তুমি কি মনে কর? পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন? কি নিজেদের ছেলেদের কাছ থেকে, না অন্য লোকদের কাছ থেকে?' ২৬ পিতর বললেন, 'অন্য লোকদের কাছ থেকে।' যীশু তাঁকে বললেন, 'তবে ছেলেরা করমুক্ত। ২৭ তবু আমরা যেন তাদের স্খলনের কারণ না হই, এজন্য তুমি সমুদ্রে গিয়ে বড়শি ফেল; যে মাছ প্রথমে ওঠে, সেইটা ধর; তার মুখ খুলে একটা টাকার মুদ্রা পাবে; সেইটা নিয়ে তুমি আমার ও তোমার জন্য তাদের হাতে তুলে দাও।'

নানা প্রসঙ্গে যীশুর বাণী

১৮ ঠিক সেসময়ে শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে বললেন, 'তবে স্বর্গরাজ্যে কে সবচেয়ে বড়?' ২ তিনি একটি শিশুকে নিজের কাছে ডেকে তাকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করালেন; ৩ পরে বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি পরিবর্তন না হয় ও তোমরা শিশুদের মত না হয়ে ওঠ, তবে স্বর্গরাজ্যে কখনও প্রবেশ করতে পারবে না। ৪ সুতরাং যে কেউ নিজেকে এই শিশুর মত ছোট করে, স্বর্গরাজ্যে সে-ই সবচেয়ে বড়।

৫ যে কেউ এর মত একটিমাত্র শিশুকেও আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; ৬ কিন্তু এই যে ক্ষুদ্রজনেরা আমাতে বিশ্বাস রাখে, যে কেউ তাদের একজনেরও পদস্খলন ঘটায়, তার গলায় জাঁতাকলের বড় পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্র-গর্ভে ডুবিয়ে দেওয়াই বরং তার পক্ষে ভাল। ৭ জগৎকে ধিক্, যা এতগুলো পদস্খলনের কারণ! পদস্খলনের কারণ ঘটবেই বটে; কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যে পদস্খলনের অবকাশ ঘটায়। ৮ তোমার হাত বা পা যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও; দু'টো হাত বা দু'টো পা নিয়ে অনন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে নুলো বা খোঁড়া হয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল। ৯ আর তোমার চোখ যদি তোমার পদস্খলনের কারণ হয়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও; সেই চোখ নিয়ে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে এক চোখ নিয়ে জীবনে প্রবেশ করাই বরং তোমার পক্ষে ভাল।

১০ দেখ, এই ক্ষুদ্রজনদের একজনকেও অবজ্ঞা করো না, কেননা আমি তোমাদের বলছি, তাদের দূতেরা স্বর্গে অনুক্ষণ আমার স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন। [১১ বাস্তবিক যা হারানো ছিল, তা পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।] ১২ তোমরা কি মনে কর? কোন একজন লোকের যদি একশ'টা মেষ থাকে, আর সেগুলোর মধ্যে একটা পথভ্রষ্ট হয়, তবে সে কি বাকি নিরানব্বইটাকে ফেলে রেখে পর্বতে পর্বতে গিয়ে ভ্রষ্টটার খোঁজে বেড়াবে না? ১৩ আর আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সে যদি তাকে কোনমতে খুঁজে পায়, তবে যে নিরানব্বইটা ভ্রষ্ট হয়নি, তাদের চেয়ে সেইটার জন্য সে বেশি আনন্দ করবে। ১৪ একই প্রকারে, এই ক্ষুদ্রজনদের একজনও বিনষ্ট হোক, তা কখনোই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নয়।

১৫ আর তোমার ভাই যদি কোন অন্যায় করে, তবে গিয়ে, যেখানে কেবল তুমি ও সে-ই আছ, সেইখানে তাকে অন্যায়টা বুঝিয়ে দাও; সে যদি তোমার কথা শোনে, তুমি নিজের ভাইকে জয় করেছ। ১৬ কিন্তু সে যদি না শোনে, তবে আর দু' একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন *দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়।* ১৭ আর সে যদি তাদের কথা না শোনে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও না শোনে, তবে সে তোমার কাছে কোন বিজাতীয় বা কর-আদায়কারীর মত হোক। ১৮ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে, এবং পৃথিবীতে তোমরা যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত হবে।

১৯ আবার আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচ্‌না করার জন্য যদি একমন হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা তাদের তা মঞ্জুর করবেন; ২০ কেননা যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি।'

২১ তখন পিতর তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি অন্যায় করলে আমি কতবার তাকে ক্ষমা করব? কি সাতবার পর্যন্ত?' ২২ যীশু তাঁকে বললেন, 'তোমাকে বলছি, সাতবার পর্যন্ত নয়, কিন্তু সত্তরগুণ সাতবার পর্যন্ত।

২৩ এজন্য স্বর্গরাজ্য তেমন এক রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের কর্মচারীদের কাছ থেকে হিসাব নেবেন
বলে মনস্থ করলেন। ২৪ তিনি হিসাব করতে বসেছেন, তখন একজনকে তাঁর কাছে আনা হল যার লক্ষ লক্ষ টাকার
ঋণ ছিল; ২৫ কিন্তু তার সেই ঋণ শোধ করার ক্ষমতা না থাকায় তার প্রভু আদেশ দিলেন, তাকে ও তার স্ত্রী-পুত্রকে
ও তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে যেন ঋণটা শোধ করিয়ে নেওয়া হয়; ২৬ তাতে সেই কর্মচারী তাঁর পায়ে লুটিয়ে
পড়ে বলল, প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি সমস্তই শোধ করব। ২৭ তখন সেই কর্মচারীর প্রভু দয়ায় বিগলিত
হয়ে তাকে মুক্ত করলেন ও তার ঋণ মাপ করে দিলেন। ২৮ কিন্তু সেই কর্মচারী বাইরে গিয়ে তার সহকর্মীদের
একজনের দেখা পেল যে তার কাছে একশ' টাকা ঋণী ছিল; সে তার গলা টিপে ধরে বলল, তোমার দেনাটা শোধ
কর। ২৯ তখন তার সহকর্মী তার পায়ে পড়ে মিনতি জানাতে জানাতে বলল, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি ঋণটা শোধ
করব; ৩০ তবু সে রাজি হল না, বরং গিয়ে তাকে কারাগারে ফেলে রাখল যে পর্যন্ত ঋণটা শোধ না করে।
৩১ ব্যাপারটা দেখে তার সহকর্মীরা খুবই দুঃখ পেল, আর নিজেদের প্রভুর কাছে গিয়ে কথাটা সবই বলে দিল।
৩২ তখন সেই প্রভু তাকে কাছে ডাকিয়ে এনে বললেন, ধূর্ত কর্মচারী! তুমি আমার কাছে মিনতি করলে আমি তোমার
ওই সমস্ত ঋণ মাপ করেছিলাম। ৩৩ আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহকর্মীর প্রতি দয়া
দেখানো কি তোমারও উচিত ছিল না? ৩৪ আর সেই প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে পীড়কদের হাতে তুলে দিলেন যে পর্যন্ত সে
সমস্ত ঋণ শোধ না করে। ৩৫ আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে
যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর।'

বিবাহ-বন্ধন ও কৌমার্য সম্বন্ধে শিক্ষা

১৯ এবিষয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য শেষ করার পর যীশু গালিলেয়া ছেড়ে যুদার সেই অঞ্চলে এলেন যা যর্দনের ওপারে।
২ বহু লোকের ভিড় তাঁর অনুসরণ করছিল এবং তিনি সেখানে বহু লোককে নিরাময় করলেন।
৩ তখন কয়েকজন ফরিসি কাছে এসে তাঁকে যাচাই করার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'মানুষের পক্ষে কি যে কোন
কারণেই স্ত্রীকে ত্যাগ করা বিধেয়?' ৪ তিনি উত্তরে বললেন, 'আপনারা কি একথা পড়েননি যে, স্রষ্টা আদিতে *পুরুষ
ও নারী করে তাদের গড়লেন;* ৫ এবং তিনি বলেছিলেন, *এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর
সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে?* সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ। ৬ অতএব ঈশ্বর যা
সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।' ৭ তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তবে মোশী কেন আদেশ দিলেন, *তাকে
ত্যাগ করার সময়ে যেন তাকে ত্যাগপত্র দেওয়া হয়?'* ৮ তিনি তাঁদের বললেন, 'আপনাদের হৃদয় কঠিন ছিল বিধায়ই
মোশী আপনাদের নিজ নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু আদি থেকে এমনটি ছিল না। ৯ আর
আমি আপনাদের বলছি, অবৈধ সম্পর্কের কারণে ছাড়া যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে বিবাহ করে,
সে ব্যভিচার করে।'
১০ শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অবস্থা তেমন হলে, তবে বিবাহ না করাই ভাল।' ১১ তিনি তাঁদের
বললেন, 'একথা সকলে মেনে নিতে পারে এমন নয়, কেবল তারাই পারে মেনে নেবার ক্ষমতা যাদের দেওয়া
হয়েছে। ১২ কারণ এমন নপুংসক আছে, যারা মাতৃগর্ভ থেকেই সেভাবে জন্মেছে; আর এমন নপুংসক আছে, মানুষই
যাদের নপুংসক করেছে; আবার এমন নপুংসক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্যই নিজেদের নপুংসক করেছে। কথাটা
যে মেনে নিতে পারে, সে মেনে নিক!'

যীশু ও শিশুরা

১৩ তখন কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করেন। শিষ্যেরা
তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন, ১৪ কিন্তু যীশু বললেন, 'শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিয়ো না, কেননা যারা
এদের মত, স্বর্গরাজ্য তাদেরই।' ১৫ আর তিনি তাদের উপরে হাত রাখলেন ও সেখান থেকে চলে গেলেন।

যীশুর অনুসরণ ও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের জন্য ধন বাধাস্বরূপ

১৬ আর দেখ, একজন লোক এসে তাঁকে বলল, 'গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন্‌ মঙ্গলময় কাজ
করতে হবে?' ১৭ তিনি তাকে বললেন, 'মঙ্গলময় সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা কর? মঙ্গলময় একজনমাত্র আছেন। তবু তুমি
যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলো পালন কর।' ১৮ সে বলল, 'কোন্‌ কোন্‌ আজ্ঞা?' যীশু বললেন,
'*নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না,* ১৯ *পিতামাতাকে সম্মান করবে, ও
তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।'* ২০ সেই যুবক তাঁকে বলল, 'আমি এ সমস্ত পালন করে আসছি, এখন
আমার করার বাকি কী আছে?' ২১ যীশু তাকে বললেন, 'যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা
আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।' ২২ কিন্তু
একথা শুনে সেই যুবক মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।
২৩ তখন যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন।
২৪ তোমাদের আবার বলছি, ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে
যাওয়াই বরং সহজ।' ২৫ তেমন কথা শুনে শিষ্যেরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, 'তবে পরিত্রাণ

পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' ২৬ তাঁদের দিকে তাকিয়ে যীশু তাঁদের বললেন, 'তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।'

২৭ তখন পিতর তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি; তবে আমরা কী পাব?' ২৮ যীশু তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা সকলে যারা আমার অনুগামী হয়েছ, নবসৃষ্টি-কালে যখন মানবপুত্র নিজের গৌরবের সিংহাসনে আসীন হবেন, তখন তোমরাও ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর বিচার করার জন্য বারোটা সিংহাসনে আসন নেবে। ২৯ আর যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে। ৩০ যারা সবার আগে রয়েছে, তাদের অনেকে শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে।'

প্রতিদান দানে ঈশ্বরের উদারতা

২০ 'বাস্তবিকই স্বর্গরাজ্য তেমন এক গৃহস্বামীর মত, যিনি নিজের আঙুরখেতে মজুর লাগাবার জন্য খুব সকালে বেরিয়ে পড়লেন। ২ তিনি মজুরদের সঙ্গে দিনমজুরি হিসাবে একটা রুপোর টাকা স্থির করে তাদের নিজের আঙুরখেতে পাঠিয়ে দিলেন। ৩ পরে তিনি সকাল ন'টার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, চত্বরে অন্য কয়েকজন লোক বেকার দাঁড়িয়ে আছে; ৪ তাদের বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও, তোমাদের ন্যায্য মজুরি দেব। ৫ তাতে তারা গেল। তিনি আবার দুপুরবেলা ও বেলা তিনটের দিকে বেরিয়ে গিয়ে তেমনি করলেন; ৬ পরে বিকেল পাঁচটার দিকে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন, আর কয়েকজন সেখানে এমনি দাঁড়িয়ে আছে; তাদের বললেন, কেন সারাদিন এখানে বেকার দাঁড়িয়ে আছ? ৭ তারা তাঁকে বলল, কারণ কেউই আমাদের কাজে লাগায়নি। তাদের তিনি বললেন, তোমরাও আমার আঙুরখেতে যাও।

৮ সন্ধ্যা হলে সেই আঙুরখেতের প্রভু তাঁর নায়েবকে বললেন, মজুরদের ডেকে শেষজন থেকে শুরু করে প্রথমজন পর্যন্ত সকলের মজুরি মিটিয়ে দাও। ৯ তাই যারা বিকেল পাঁচটার দিকে শুরু করেছিল, তারা এসে এক একজন একটা করে রুপোর টাকা পেল; ১০ পরে যারা প্রথমে শুরু করেছিল, তারা এসে বেশি পাবে বলে প্রত্যাশা করছিল, কিন্তু তারাও একটা করে রুপোর টাকা পেল। ১১ পেয়ে তারা সেই গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে গজগজ করে বলতে লাগল: ১২ শেষে এসেছিল এই লোকেরা, এরা তো মাত্র এক ঘণ্টা খেটেছে, আর এদের আপনি আমাদেরই সমান করলেন যারা সারাদিন খেটেছি ও রোদে ভুগেছি। ১৩ তিনি উত্তরে তাদের একজনকে বললেন, বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করছি না; আমার ও তোমার মধ্যে কি একটা রুপোর টাকার কথা হয়নি? ১৪ তোমার যা পাওনা, তা নিয়ে তুমি যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা দিয়েছি, শেষে যে এসেছে, তাকেও সেই একই মজুরি দিতে ইচ্ছা করি। ১৫ আমার নিজের যা, তা নিয়ে আমার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার কি আমার নেই? নাকি, আমি দানশীল বলে তোমার চোখ হিংসুক? ১৬ তেমনিভাবে যারা সবার আগে রয়েছে, তারা শেষে পড়বে; এবং যারা সবার শেষে রয়েছে, তারা সবার আগে দাঁড়াবে।'

যীশুর যন্ত্রণাভোগ—তৃতীয় পূর্বঘোষণা

১৭ যীশু যেরুসালেমের দিকে এগিয়ে চলছেন, এমন সময় তিনি সেই বারোজনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে পথ চলতে চলতে বললেন: ১৮ 'দেখ, আমরা যেরুসালেমে যাচ্ছি; আর মানবপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে; তাঁরা তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন ১৯ ও বিজাতীয়দের হাতে তুলে দেবেন তারা যেন তাঁকে বিদ্রূপ করে, কশাঘাত করে ও ক্রুশে দেয়; আর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন।'

উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা ও ভ্রাতৃসেবা

২০ তখন জেবেদের ছেলেদের মা নিজের ছেলে দু'টোকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন ও কিছু যাচ্না করার জন্য তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। ২১ তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি কি চান?' তিনি বললেন, 'আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারে।' ২২ যীশু উত্তরে বললেন, 'তোমরা কি যাচ্না করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?' তাঁরা বললেন, 'পারি।' ২৩ তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা আমার পাত্রে পান করবে বটে, কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, আমার পিতা যাদের জন্য তা প্রস্তুত করেছেন।'

২৪ একথা শুনে অন্য দশজন ওই দুই ভাইয়ের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। ২৫ কিন্তু যীশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের শাসকেরা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং যারা বড়, তারাও তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। ২৬ তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, ২৭ আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস, ২৮ ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।'

দু'জন অন্ধ মানুষের সুস্থতা-লাভ

২৯ যেরিখো ত্যাগ করার সময় বহু লোক তাঁর অনুসরণ করছিল। ৩০ আর দেখ, দু'জন অন্ধ লোক পথের ধারে
বসে আছে; সেই পথ দিয়ে যীশুই যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, 'প্রভু, দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি
দয়া করুন।' ৩১ তারা যেন চুপ করে এজন্য লোকেরা তাদের ধমক দিচ্ছিল; কিন্তু তারা আরও জোর গলায় চিৎকার
করে বলতে লাগল, 'প্রভু, দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।' ৩২ যীশু থামলেন, ও কাছে ডেকে তাদের
বললেন, 'তোমরা কী চাও? আমি তোমাদের জন্য কী করব?' ৩৩ তারা তাঁকে বলল, 'প্রভু, আমাদের চোখ যেন খুলে
যায়।' ৩৪ দয়ায় বিগলিত হয়ে যীশু তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, আর তখনই তারা চোখে দেখতে পেল ও তাঁর
অনুসরণ করল।

যেরুসালেমে মসীহের প্রবেশ

২১ পরে যেরুসালেমের কাছাকাছি এসে তাঁরা যখন জৈতুন পর্বতে বেথ্‌ফাগে গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন যীশু দু'জন
শিষ্যকে আগে পাঠিয়ে দিলেন; ২ তাঁদের বললেন, 'তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও; গিয়ে দেখতে পাবে, একটা
গাধা বাঁধা আছে, ও তার সঙ্গে তার বাচ্চা; বাঁধন খুলে ওগুলো আমার কাছে আন। ৩ আর যদি কেউ তোমাদের কিছু
বলে, তোমরা বলবে, প্রভুর এগুলোর দরকার আছে; কিন্তু শীঘ্রই এগুলো ফিরিয়ে পাঠাবেন।' ৪ তেমনটি ঘটল যেন
নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হয়:

৫ *তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল,*
দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন;
তিনি কোমল, ও একটা গাধার পিঠে আসীন,
ভারবাহী একটা পশুর বাচ্চারই পিঠে।

৬ তাই ওই শিষ্যেরা গিয়ে যীশুর নির্দেশমত কাজ করলেন, ৭ আর গাধাকে ও বাচ্চাটাকে এনে তাদের পিঠের
উপরে নিজেদের চাদর পেতে দিলেন, আর তিনি সেগুলোর উপরে গিয়ে আসন নিলেন। ৮ তখন ভিড়ের মধ্যে
অধিকাংশ লোক নিজ নিজ চাদর পথে পেতে দিল, ও অন্যান্য লোক গাছের নানা ডাল কেটে পথে ছড়িয়ে দিল।
৯ ভিড়ের যে সকল লোক তাঁর আগে আগে চলছিল ও যারা পিছু পিছু আসছিল, তারা চিৎকার করে বলছিল:

'দাউদসন্তানের *হোসান্না;*
যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য;
ঊর্ধ্বলোকে *হোসান্না!'*

১০ আর তিনি যেরুসালেমে প্রবেশ করলে গোটা শহরটা টলমল হয়ে উঠল; ১১ সকলে বলতে লাগল, 'ইনি কে?'
আর লোকেরা বলছিল, 'ইনি গালিলেয়ার নাজারেথের সেই নবী যীশু।'

মন্দির থেকে ব্যাপারীদের বিতাড়ন

১২ পরে যীশু মন্দিরে প্রবেশ করলেন, আর যারা তার মধ্যে কেনা-বেচা করছিল তাদের সকলকে বের করে
দিলেন, এবং পোদ্দারদের টেবিল ও যারা ঘুঘু বিক্রি করছিল, তাদের আসন উলটিয়ে ফেলে ১৩ তাদের বললেন,
'শাস্ত্রে বলে: *আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ বলে অভিহিত হবে,* কিন্তু তোমরা তা *দস্যুদের আস্তানা* করছ।' ১৪ কয়েকজন
অন্ধ ও খোঁড়া লোকও মন্দিরে তাঁর কাছে এল আর তিনি তাদের নিরাময় করলেন। ১৫ কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও
শাস্ত্রীরা তাঁর সাধিত আশ্চর্য কাজগুলো দে'খে, এবং বালকেরা যে 'দাউদসন্তানের হোসান্না' বলে মন্দিরে চিৎকার
করছে তাও দে'খে ক্ষুব্ধ হলেন, ১৬ এবং তাঁকে বললেন, 'আপনি কি শুনছেন, এরা কি বলছে?' যীশু তাঁদের বললেন,
'হ্যাঁ, শুনছি। আপনারা কি কখনও একথা পড়েননি যে,

বালকদের ও শিশুদেরই মুখে
তুমি নিজের জন্য স্তুতিবাদ যুগিয়েছ?'

১৭ আর তাঁদের ছেড়ে তিনি শহরের বাইরে বেথানিয়ায় গিয়ে সেইখানে রাত কাটালেন।

১৮ সকালে শহরে ফিরে যাওয়ার সময়ে তাঁর ক্ষুধা পেল। ১৯ পথের ধারে একটা ডুমুরগাছ দেখে তিনি কাছাকাছি
গিয়ে পাতা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। তখন তিনি গাছটাকে বললেন, 'তোমাতে যেন আর কখনও ফল না ধরে!'
আর সঙ্গে সঙ্গে ডুমুরগাছটা শুকিয়ে গেল। ২০ তা দেখে শিষ্যেরা আশ্চর্য হলেন; তাঁরা বললেন, 'কেনই বা ডুমুরগাছটা
সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল?' ২১ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের যদি বিশ্বাস
থাকে ও সন্দেহ না কর, তবে তোমরা ডুমুরগাছের একই দশা ঘটাতে পারবে, আর শুধু তা নয়, এই পর্বতকেও যদি
বল, উপড়ে যাও ও সমুদ্রে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হও, তা-ই হবে। ২২ প্রার্থনায় তোমরা বিশ্বাসের সঙ্গে যা কিছু যাচ্‌না করবে,
তা পাবে।'

যীশুর অধিকার প্রসঙ্গ ও সেবিষয়ে নানা উপমা-কাহিনী

২৩ তিনি মন্দিরে এলে পর তাঁর উপদেশ দেওয়ার সময়ে প্রধান যাজকেরা ও জাতির প্রবীণবর্গ কাছে এসে
বললেন, 'আপনি কোন্ অধিকারেই এই সমস্ত কিছু করছেন? আর কেইবা আপনাকে তেমন অধিকার দিয়েছে?'
২৪ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, 'আমিও আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখব; তার উত্তর যদি দিতে পারেন, তবে
আমিও আপনাদের বলব কোন্ অধিকারে এই সমস্ত কিছু করছি। ২৫ যোহনের দীক্ষাস্নান কোথা থেকে আসছিল? স্বর্গ
থেকে না মানুষ থেকে?' তাঁরা নিজেদের মধ্যে এভাবে বলাবলি করে বলছিলেন, 'যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে ইনি
প্রতিবাদ করে আমাদের বলবেন, তবে আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করেননি কেন? ২৬ আর যদি বলি, মানুষ থেকে,
আমরা তো লোকদের ভয় পাই, কারণ সকলে যোহনকে নবী বলে মানে।' ২৭ তাই তাঁরা এই বলে যীশুকে উত্তর
দিলেন, 'আমরা জানি না।' আর তিনি প্রতিবাদ করে তাঁদের বললেন, 'তবে আমিও যে কোন্ অধিকারে এই সমস্ত
কিছু করছি তা আপনাদের বলব না।

২৮ কিন্তু আপনারা এ ব্যাপারে কী মনে করেন? একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল; তিনি প্রথমজনকে গিয়ে
বললেন, বৎস, যাও, আজ আঙুরখেতে কাজ কর। ২৯ সে উত্তর দিল, আমার ইচ্ছা নেই; কিন্তু শেষে অনুশোচনা করে
গেল। ৩০ পরে তিনি দ্বিতীয়জনকে গিয়ে একই কথা বললেন; সে উত্তর দিল, প্রভু, আমি যাচ্ছি, কিন্তু গেল না।
৩১ সেই দু'জনের মধ্যে কে পিতার ইচ্ছা পালন করল?' তাঁরা বললেন, 'প্রথমজন।' যীশু তাঁদের বললেন, 'আমি
আপনাদের সত্যি বলছি, কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা আপনাদের আগে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে চলছে;
৩২ কেননা যোহন ধর্মময়তার পথে আপনাদের কাছে এসেছিলেন, কিন্তু আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করলেন না; অথচ
কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করল। আর তা দেখা সত্ত্বেও আপনারা এমন অনুশোচনা করলেন না
যাতে তাঁকে বিশ্বাস করেন।

৩৩ আর একটা উপমা-কাহিনী শুনুন: একজন গৃহস্বামী ছিলেন, *তিনি আঙুরখেত করে তার চারদিকে বেড়া
দিলেন, তার মধ্যে আঙুর পেষাইয়ের জন্য গর্ত কেটে নিলেন* ও একটা উচ্চ ঘরও গাঁথলেন; পরে তা কৃষকদের কাছে
ইজারা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। ৩৪ ফসল-সংগ্রহের সময় এলে তিনি নিজের অংশ সংগ্রহ করতে কৃষকদের
কাছে নিজের কর্মচারীদের প্রেরণ করলেন। ৩৫ কিন্তু কৃষকেরা তাঁর কর্মচারীদের ধরে একজনকে মারধর করল, আর
একজনকে হত্যা করল, আর একজনকে পাথর মারল। ৩৬ আবার তিনি আগের চেয়ে আরও বহু কর্মচারী প্রেরণ
করলেন; কিন্তু তাদের প্রতিও তারা সেইমত ব্যবহার করল। ৩৭ পরিশেষে তিনি নিজের পুত্রকে তাঁদের কাছে প্রেরণ
করলেন; ভাবছিলেন, তারা আমার পুত্রকে সম্মান দেখাবে। ৩৮ কিন্তু সেই কৃষকেরা পুত্রকে দেখে নিজেদের মধ্যে
বলল, এ উত্তরাধিকারী; এসো, আমরা একে হত্যা করে এর উত্তরাধিকার হাতিয়ে নিই। ৩৯ তাই তারা তাঁকে ধরে
আঙুরখেতের বাইরে ফেলে দিল ও হত্যা করল। ৪০ আচ্ছা, আঙুরখেতের প্রভু যখন আসবেন, তখন সেই কৃষকদের
কি করবেন?' ৪১ তাঁরা তাঁকে বললেন, 'সেই ধূর্তদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটাবেন, এবং সেই খেত এমন অন্য কৃষকদের
কাছে ইজারা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।' ৪২ যীশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা কি শাস্ত্রে একথা
কখনও পড়েননি,

গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটা প্রত্যাখ্যান করল,
তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর;
এ কাজ স্বয়ং প্রভুরই কাজ,
আমাদের দৃষ্টিতে তা আশ্চর্যময়?

৪৩ এজন্য আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক
জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।' [৪৪ 'আর এই প্রস্তরের উপরে যে পড়বে, সে টুকরো টুকরো হয়ে
যাবে, আর এই প্রস্তর যার উপরে পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে।']

৪৫ তাঁর এই সমস্ত উপমা-কাহিনী শুনে প্রধান যাজকেরা ও ফরিসিরা বুঝলেন যে, তিনি তাঁদেরই কথা বলছেন;
৪৬ তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইতেন বটে, কিন্তু লোকদের ভয় পেতেন, কারণ লোকে তাঁকে নবী বলে মানত।

২২ যীশু আবার উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে কথা বলতে লাগলেন, ২ তিনি তাঁদের বললেন, 'স্বর্গরাজ্য তেমন এক
রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করলেন। ৩ ভোজে নিমন্ত্রিতদের ডাকতে
তিনি নিজ দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না। ৪ তিনি আবার অন্য দাসদের এই বলে পাঠিয়ে দিলেন,
তোমরা নিমন্ত্রিতদের বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি: আমার নানা বলদ ও নধর পশুগুলো কাটা হয়েছে,
সবই তৈরী; বিবাহভোজে এসো। ৫ কিন্তু তারা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে কেউ নিজের জমিতে, কেউ বা নিজের
ব্যবসায় চলে গেল; ৬ আর বাকি সকলে তাঁর দাসদের ধরে অপমান করল ও হত্যা করল।

৭ তখন রাজা ক্রুদ্ধ হলেন, ও সৈন্যদল পাঠিয়ে সেই খুনীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন।
৮ পরে তিনি নিজ দাসদের বললেন, বিবাহভোজ তো তৈরী, কিন্তু ওই নিমন্ত্রিতেরা যোগ্য ছিল না; ৯ তাই তোমরা
রাস্তার মাথায় মাথায় গিয়ে যত লোকের দেখা পাও, সকলকেই বিবাহভোজে ডেকে আন। ১০ তাই ওই দাসেরা রাস্তায়
রাস্তায় গিয়ে ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পেল সকলকেই জড় করে আনল, তাতে বিবাহ-বাড়ি সেই সকল অতিথিতে

ভরে গেল। ১১ যখন রাজা অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে ভিতরে এলেন, তখন এমন একজনকে লক্ষ করলেন যে
বিবাহ-পোশাক পরে ছিল না; ১২ তিনি তাকে বললেন, বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ
করেছ? সে কোন উত্তর দিতে পারল না। ১৩ তখন রাজা নিজের লোকদের এই হুকুম দিলেন, ওর হাত পা বেঁধে
বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও: সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি। ১৪ বাস্তবিক অনেকেই আহূত, কিন্তু অল্পজনই
মনোনীত।'

সীজারকে কর দান

১৫ তখন ফরিসিরা চলে গিয়ে পরামর্শ করতে বসলেন, কীভাবে তাঁকে তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলা যায়:
১৬ হেরোদের সমর্থকদের সঙ্গে নিজেদের কয়েকজন শিষ্যের মাধ্যমে তাঁরা তাঁকে বলে পাঠালেন, 'গুরু, আমরা জানি,
আপনি সত্যাশ্রয়ী, এবং ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে সত্য শিক্ষা দেন ও কারও সামনে ভয় পান না, কেননা আপনি মানুষের
চেহারার দিকে তাকান না। ১৭ তবে আমাদের বলুন, এবিষয়ে আপনার মত কী: সীজারকে কর দেওয়া বিধেয়
কিনা।' ১৮ কিন্তু তাদের শঠতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বিধায় যীশু বললেন, 'ভণ্ড, আমাকে যাচাই করছ কেন? ১৯ সেই
করের মুদ্রা আমাকে দেখাও।' তারা তাঁকে একটা রুপোর টাকা এনে দিল। ২০ তিনি তাদের বললেন, 'এই প্রতিকৃতি
ও এই নাম কার্?' ২১ তারা বলল, 'সীজারের।' তখন তিনি তাদের বললেন, 'তবে সীজারের যা, তা সীজারকে দাও,
আর ঈশ্বরের যা, তা ঈশ্বরকে দাও।' ২২ একথা শুনে তারা আশ্চর্য হল, ও তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

মৃতদের পুনরুত্থান

২৩ সেইদিনে কয়েকজন সাদুকি তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন—তাঁদের মতে পুনরুত্থান নেই। তাঁরা তাঁর কাছে এই
প্রশ্ন রাখলেন, ২৪ 'গুরু, মোশী বলেছেন, *কেউ যদি নিঃসন্তান হয়ে মরে, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিবাহ করে
নিজের ভাইয়ের জন্য বংশ উৎপন্ন করবে।* ২৫ আচ্ছা, আমাদের মধ্যে সাত ভাই ছিল, আর বড় ভাই বিবাহের পর
মারা গেল ও বংশধর না থাকায় নিজের ভাইয়ের জন্য নিজের স্ত্রীকে রেখে গেল। ২৬ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি সপ্তম ভাই
পর্যন্ত সেভাবে ঘটল। ২৭ সবার শেষে সেই স্ত্রী মারা গেল। ২৮ তাই পুনরুত্থানের সময়ে ওই সাতজনের মধ্যে সে কার্
স্ত্রী হবে? সকলেই তো তাকে বিবাহ করেছিল!' ২৯ উত্তরে যীশু তাঁদের বললেন, 'আপনারা শাস্ত্রও জানেন না ও
ঈশ্বরের পরাক্রমও জানেন না বিধায় নিজেদের ভোলাচ্ছেন, ৩০ কেননা পুনরুত্থানের সময়ে কেউ বিবাহও করে না,
কারও বিবাহও দেওয়া হয় না, বরং স্বর্গে সকলে ঈশ্বরের দূতদের মত। ৩১ কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে ঈশ্বর
নিজে আপনাদের যা বলেছেন, তা কি আপনারা পড়েননি? তিনি তো বলেন, ৩২ *আমি আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসায়াকের
ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর;* তিনি তো মৃতদের ঈশ্বর নন, জীবিতদেরই ঈশ্বর।' ৩৩ একথা শুনে লোকে তাঁর শিক্ষায়
বিস্ময়মগ্ন হয়ে গেল।

শাস্ত্র সম্বন্ধে যীশুর নানা উক্তি

৩৪ কিন্তু ফরিসিরা যখন শুনতে পেলেন, তিনি সাদুকিদের নিরুত্তর করেছেন, তখন দল বেঁধে একজোট হলেন,
৩৫ এবং তাঁদের মধ্যে একজন—তিনি ছিলেন বিধানপণ্ডিত—যাচাই করার অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন,
৩৬ 'গুরু, বিধানের মধ্যে কোন্ আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ?' ৩৭ তিনি তাঁকে বললেন, '*তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয়
দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে,* ৩৮ এ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম আজ্ঞা। ৩৯ আর দ্বিতীয়টা
এটার সদৃশ: *তুমি তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।* ৪০ এই আজ্ঞা দু'টোর উপরেই সমস্ত বিধান ও
নবী-পুস্তক ভর করে আছে।'

৪১ ফরিসিরা সমবেত হওয়ায় যীশু তাঁদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, ৪২ 'খ্রীষ্ট বিষয়ে আপনাদের মত কি, তিনি
কার্ সন্তান?' তাঁরা বললেন, 'দাউদের।' ৪৩ তিনি তাঁদের বললেন, 'তবে দাউদ কীভাবেই বা আত্মার আবেশে তাঁকে
প্রভু বলেন? তিনি তো বলেন,

৪৪ *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,*
আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি করি তোমার পাদপীঠ।

৪৫ তাই দাউদ যখন তাঁকে প্রভু বলেন, তখন নিজে কীভাবেই বা তাঁর সন্তান হতে পারেন?' ৪৬ কেউই তাঁকে
কিছুই উত্তর দিতে পারলেন না; আর সেইদিন থেকে তাঁর কাছে কোন প্রশ্ন রাখার সাহস আর কারও হল না।

ফরিসিদের প্রতি যীশুর ধিক্কার-বাণী

২৩ তখন যীশু ভিড়-করা লোকদের ও শিষ্যদের উদ্দেশ করে বললেন, ২ 'মোশীর আসনে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা
আসীন; ৩ সুতরাং তাঁরা তোমাদের যা কিছু বলেন, তা পালন কর ও মেনে চল, কিন্তু নিজেরা যা করেন তা করো না,
যেহেতু তাঁরা কথা বলেন, কিন্তু কিছুই করেন না। ৪ তাঁরা ভারী ভারী বোঝা বেঁধে লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু
নিজেরা একটা আঙুল দিয়েও তা সরাতে ইচ্ছুক নন। ৫ তাঁরা যা কিছু করেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তা করেন:

নিজেদের কবচগুলো ফাঁপিয়ে তোলেন, নিজেদের কাপড়ের ঝালর লম্বা করেন; ৬ ভোজে প্রধান স্থান, সমাজগৃহে
প্রধান আসন, ৭ হাটে-বাজারে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন, ও লোকদের ওষ্ঠে "রাব্বি" সম্বোধন শুনতে ভালবাসেন। ৮ কিন্তু
তোমরা নিজেদের "রাব্বি" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজনমাত্র, আর তোমরা সকলে ভাই;
৯ আর পৃথিবীতে কাউকে "পিতা" বলে সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা একজনমাত্র, আর তিনি স্বর্গে
রয়েছেন; ১০ তোমরা নিজেদের "আচার্য" বলে ডাকতে দিয়ো না, কারণ তোমাদের আচার্য একজনমাত্র, তিনি খ্রীষ্ট।
১১ কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে বড়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে; ১২ আর যে কেউ নিজেকে উচ্চ করে, তাকে নত
করা হবে; আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে উচ্চ করা হবে।

১৩ হে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে মানুষের সামনে স্বর্গরাজ্য বন্ধ
করে থাকেন; আপনারাও সেখানে প্রবেশ করেন না, এবং যারা প্রবেশ করতে আসে, তাদেরও প্রবেশ করতে দেন
না। [১৪ হে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে বিধবাদের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস
করেন ও ভান করে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন! এজন্য আপনাদের শাস্তি গুরুতর হবে।]

১৫ হে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে মাত্র একজনকেও ইহুদী ধর্মাবলম্বী
করার জন্য জলে স্থলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; আর কেউ তা হলে তাকে নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ নরক-সন্তান করে তোলেন।

১৬ হে অন্ধ পথদিশারী, আপনাদের ধিক্‌! আপনারা নাকি বলে থাকেন, কেউ মন্দিরের দিব্যি দিলে সেই দিব্যির
কোন জোর নেই, কিন্তু কেউ মন্দিরের সোনার দিব্যি দিলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে। ১৭ নির্বোধ ও অন্ধ! বলুন দেখি,
কোন্‌টা বড়? সোনা, না সেই মন্দির যা সোনাকে পবিত্র করে? ১৮ আপনারা আরও বলে থাকেন, কেউ যজ্ঞবেদির
দিব্যি দিলে সেই দিব্যির জোর নেই, কিন্তু কেউ যজ্ঞবেদির উপরে রাখা নৈবেদ্যের দিব্যি দিলে সে আবদ্ধ হয়ে থাকে।
১৯ হে অন্ধরা, বলুন দেখি, কোন্‌টা বড়? নৈবেদ্য, না সেই যজ্ঞবেদি যা নৈবেদ্যটাকে পবিত্র করে? ২০ যে যজ্ঞবেদির
দিব্যি দেয়, সে তো বেদির ও তার উপরে রাখা সমস্ত কিছুরই দিব্যি দেয়; ২১ আর যে মন্দিরের দিব্যি দেয়, সে
মন্দিরের ও যিনি সেখানে বাস করেন তাঁরও দিব্যি দেয়। ২২ আর যে স্বর্গের দিব্যি দেয়, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের ও
যিনি তাতে আসীন তাঁরও দিব্যি দেয়।

২৩ হে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে পুদিনা, মৌরী ও জিরের দশমাংশ
দিয়ে থাকেন, আর বিধানের মধ্যে গুরুতর যে নিয়ম—ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বস্ততা—তা লঙ্ঘন করেন। কিন্তু
আপনাদের উচিত ছিল এগুলি পালন করা ও সেগুলিও লঙ্ঘন না করা। ২৪ অন্ধ পথদিশারী যে আপনারা, আপনারা
তো মশা-ই ছেঁকে ফেলেন, কিন্তু উট গিলে থাকেন!

২৫ হে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে থালা-বাটির বাইরের দিক
পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু সেগুলির ভিতরটা শোষণ ও অসংযমের ফলগুলিতে ভরা। ২৬ হে অন্ধ ফরিসি, আগে
থালা-বাটির ভিতরটা পরিষ্কার করুন, যেন তার বাইরের দিকটাও পরিষ্কার হয়।

২৭ হে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে চূণকাম করা কবরের মত। তা
বাইরে দেখতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরটা মরা মানুষের হাড়ে ও যত পচা জিনিসে ভরা। ২৮ তেমনি লোকদের চোখে
আপনাদেরও বাইরে ধার্মিক দেখায়, কিন্তু ভিতরে আপনারা ভণ্ডামি ও জঘন্য কর্মে পরিপূর্ণ।

২৯ হে শাস্ত্রীরা ও ফরিসিরা, আপনারা যে ভণ্ড! আপনাদের ধিক্‌! আপনারা যে নবীদের সমাধিমন্দির গেঁথে
থাকেন, ও ধার্মিকদের কবর অলঙ্কৃত করে থাকেন, ৩০ আর বলে থাকেন, আমরা যদি আমাদের পিতৃপুরুষদের সময়ে
থাকতাম, তবে নবীদের রক্তপাতে তাদের অংশী হতাম না। ৩১ এতে আপনারা নিজেদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন
যে, যারা নবীদের হত্যা করেছিল, আপনারা তাদের সন্তান। ৩২ তবে আপনাদের পিতৃপুরুষদের মাত্রা পূর্ণই করুন।
৩৩ সাপ! কাল্‌সাপের বংশ! আপনারা কেমন করে বিচারে নরকদণ্ড এড়াবেন? ৩৪ এজন্যই দেখুন, আমি আপনাদের
কাছে নবী, প্রজ্ঞাবান, ও শাস্ত্রীদের প্রেরণ করছি; তাদের কাউকে আপনারা হত্যা করবেন ও ক্রুশে দেবেন, কাউকে
আপনাদের সমাজগৃহে কশাঘাত করবেন, ও এক শহর থেকে আর এক শহরে ধাওয়া করবেন, ৩৫ পৃথিবীতে যত
ধার্মিক মানুষের রক্ত ঝরানো হয়েছে, সেই সমস্ত যেন আপনাদের উপরেই এসে পড়ে,—ধার্মিক আবেলের রক্ত থেকে
শুরু ক'রে বারাখিয়ার সন্তান সেই জাখারিয়ারই রক্ত পর্যন্ত যাঁকে আপনারা পবিত্রস্থান ও যজ্ঞবেদির মাঝখানে হত্যা
করেছিলেন। ৩৬ আমি আপনাদের সত্যি বলছি, এই প্রজন্মের মানুষের উপরে এই সমস্তই এসে পড়বে!

৩৭ হায় যেরুসালেম, যেরুসালেম, তুমি যে নবীদের মেরে ফেল ও তোমার কাছে যারা প্রেরিত তাদের পাথর ছুড়ে
মার! মুরগী যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে
ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না। ৩৮ দেখ, *তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য উৎসন্ন হয়ে পড়বে!* ৩৯ কেননা
আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না, যতদিন না বল,

যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য।'

মানবপুত্রের পুনরাগমন ও তার নানা লক্ষণ,
শেষ বিচার

২৪ যীশু মন্দির থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেসময়ে তাঁর শিষ্যেরা মন্দির-নির্মাণকাজের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার
জন্য কাছে এলেন। ২ তিনি কিন্তু তাঁদের বললেন, 'তোমরা এই সমস্ত কিছু দেখতে পাচ্ছ, তাই না? আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না—সবই ভূমিসাৎ করা হবে।' ৩ পরে তিনি
যখন জৈতুন পর্বতের উপরে বসে ছিলেন, তখন শিষ্যেরা কাছে এগিয়ে এসে সকলের আড়ালে তাঁকে বললেন,
'আমাদের বলে দিন, এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর আপনার আগমন ও জগতের শেষ পরিণামের লক্ষণ কী?'
৪ যীশু তাঁদের এই উত্তর দিলেন, 'দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, ৫ কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে
এসে বলবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর তারা অনেককে ভোলাবে। ৬ তোমরা নানা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে;
দেখ, তাতে উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা এই সমস্ত অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনই তা শেষ নয়; ৭ কারণ জাতির বিরুদ্ধে
জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে, ও নানা জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প দেখা দেবে; ৮ কিন্তু এইসব
প্রসব-যন্ত্রণার সূত্রপাতমাত্র। ৯ তখন তোমাদের ক্লেশের হাতে তুলে দেওয়া হবে ও তোমাদের হত্যা করা হবে, আর
আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকল জাতির ঘৃণার পাত্র। ১০ সেসময় অনেকের পদস্খলন হবে, একজন অপরকে
ধরিয়ে দেবে, একজন অপরকে ঘৃণা করবে; ১১ আর বহু নকল নবী উঠে অনেককে ভোলাবে। ১২ জঘন্য কর্ম-বৃদ্ধির
ফলে অধিকাংশ লোকের ভালবাসা নিস্তেজ হয়ে যাবে; ১৩ কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ
পাবে। ১৪ রাজ্যের এই শুভসংবাদ গোটা বিশ্বজগতে প্রচার করা হবে যেন সকল জাতির কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে
দাঁড়ায়—তবেই শেষ পরিণাম এসে উপস্থিত হবে।
১৫ সুতরাং যখন তোমরা দেখবে, নবী দানিয়েল যে *ধ্বংসনকারী জঘন্য বস্তুর* কথা বলেছিলেন তা পবিত্র
স্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত আছে—পাঠক ব্যাপারটা বুঝে নিক!—১৬ তখন যারা যুদেয়ায় থাকে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে
পালিয়ে যাক; ১৭ যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র জড় করার জন্য নিচে না নেমে আসুক;
১৮ আর যে কেউ মাঠে থাকে, সে পোশাক নেবার জন্য পিছনে না ফিরে যাক। ১৯ হায় সেই মায়েরা, যারা সেই
দিনগুলিতে গর্ভবতী ও যাদের বুকে দুধের শিশু থাকবে! ২০ প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের এই পালিয়ে যাওয়াটা
শীতকালে বা সাব্বাৎ দিনে না ঘটে, ২১ কেননা সেসময়ে এমন *মহাক্লেশ দেখা দেবে, যা জগতের আদি থেকে এ পর্যন্ত
কখনও হয়নি,* কখনও হবেও না। ২২ আর সেই দিনগুলোর সংখ্যা যদি কমিয়ে দেওয়া না হত, তবে কোন প্রাণীই
রক্ষা পেত না; কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলোর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। ২৩ তখন যদি কেউ
তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিংবা ওখানে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না, ২৪ কেননা নকল খ্রীষ্টেরা ও
নকল নবীরা উঠবে, আর তারা এমন মহা মহাচিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখাবে যে,—এমনটি সম্ভব হলে—তবে
মনোনীতদেরও ভোলাবে। ২৫ দেখ, আমি আগে থেকেই তোমাদের কথাটা বললাম।
২৬ তাই লোকে যদি বলে, দেখ, তিনি প্রান্তরে, তোমরা বেরিয়ে পড়ো না; দেখ, তিনি বাড়ির ভিতরে, তোমরা তা
বিশ্বাস করো না। ২৭ কারণ বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের
আগমন ঠিক তেমনি হবে। ২৮ মরা যেইখানে থাকুক না কেন, শকুন সেইখানে জড় হবে।
২৯ আর সেই দিনগুলির ক্লেশের পরে *সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না, আকাশ
থেকে তারাগুলোর পতন হবে ও নভোমণ্ডলের পরাক্রমগুলো আলোড়িত হবে।* ৩০ আর তখন মানবপুত্রের চিহ্নটা
আকাশে দেখা দেবে; *তখন পৃথিবীর সমস্ত গোষ্ঠী বুক চাপড়াবে,* ও দেখতে পাবে, *মানবপুত্র আকাশের মেঘবাহনে
সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন।* ৩১ মহা তুরির সঙ্গে তিনি নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা আকাশের
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।
৩২ ডুমুরগাছের কথাই উপমা হিসাবে ধর: যখন তার শাখা কোমল হয়ে পাতা বের করে, তখন তোমরা বুঝতে
পার, গ্রীষ্মকাল কাছে এসে গেছে; ৩৩ তেমনি তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, তিনি কাছে এসে গেছেন,
এমনকি, তিনি নগরদ্বারেই উপস্থিত। ৩৪ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এসব কিছু সিদ্ধিলাভ না করা পর্যন্ত এই প্রজন্ম
লোপ পাবে না। ৩৫ আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না।
৩৬ কিন্তু সেদিনের ও সেই ক্ষণের কথা কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানেন না, পুত্রও জানেন না—কেবল
পিতাই জানেন। ৩৭ বাস্তবিক নোয়ার সেই দিনগুলিতে যেমন ঘটেছিল, মানবপুত্রের আগমনেও সেইমত ঘটবে;
৩৮ কারণ জলপ্লাবনের আগের দিনগুলিতে, জাহাজে নোয়ার প্রবেশ দিন পর্যন্ত লোকদের যেমন খাওয়া-দাওয়া ও বিয়ে
করা-বিয়ে দেওয়া চলছিল, ৩৯ ও তারা কিছুরই আঁচ পেল না যতক্ষণ না বন্যা এসে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল,
মানবপুত্রের আগমনে সেইমত ঘটবে। ৪০ তখন দু'জন লোক মাঠে থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর
একজনকে ফেলে রাখা হবে; ৪১ দু'জন স্ত্রীলোক জাঁতা ঘোরাবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে
রাখা হবে।
৪২ অতএব জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না। ৪৩ কিন্তু এবিষয়ে
নিশ্চিত হও যে, চোর রাতের কোন্ প্রহরে আসবে, গৃহকর্তা যদি তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের ঘরে সিঁধ

কাটতে দিত না। ৪৪ এজন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে ক্ষণ তোমরা কল্পনা করবে না, সেই ক্ষণে মানবপুত্র
আসবেন।
৪৫ তবে, কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করেছেন,
উপযুক্ত সময়ে সে যেন তাদের খাদ্য দান করে? ৪৬ সুখী সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তার নিজের কাজে ব্যস্ত
পাবেন। ৪৭ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে নিজের সবকিছুর অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করবেন। ৪৮ কিন্তু সেই
ধূর্ত দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভু দেরি করছেন, ৪৯ আর যদি নিজের সহকর্মীদের মারতে শুরু করে ও যত
মাতালের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে বসে, ৫০ তবে যেদিন সে প্রত্যাশা করে না ও যে ক্ষণ সে জানে না, সে-দিন
সে-ক্ষণেই সেই দাসের প্রভু আসবেন, ৫১ এবং টুকরো টুকরো করে তাকে ভণ্ডদের ভাগ্যের সহভাগী করবেন:
সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।
২৫ তবে স্বর্গরাজ্যের ভাবী অবস্থা এমন দশজন যুবতী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে
বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ল। ২ তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। ৩ নির্বোধ
যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না; ৪ অপরদিকে বুদ্ধিমতী যারা, তারা নিজ নিজ
প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। ৫ বর দেরি করায় সকলের ঝিমুনি ধরল ও তারা ঘুমিয়ে পড়ল। ৬ কিন্তু
মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়! ৭ তখন সেই যুবতীরা সকলে জেগে উঠল, ও
নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক ঠাক করল। ৮ আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের খানিকটা
দাও, আমাদের প্রদীপ যে নিভে যাচ্ছে। ৯ কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলল, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য
কুলোবে না; তোমরা বরং দোকানদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও। ১০ তারা কিনতে গিয়েছিল,
ইতিমধ্যে বর এসে উপস্থিত হলেন। যারা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ
করা হল। ১১ শেষে অন্য সকল যুবতীরাও এল। তারা বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।
১২ কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। ১৩ সুতরাং জেগে থাক, কেননা
তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না।
১৪ ব্যাপারটা এমনটি হবে, বিদেশ যাত্রা করতে যাচ্ছেন ঠিক যেন এমন লোকের মত, যিনি নিজের দাসদের
ডেকে নিজ বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিলেন। ১৫ একজনকে তিনি পাঁচশ' মোহর, অন্যজনকে দু'শো মোহর,
ও আর একজনকে একশ' মোহর—যার যে কার্যক্ষমতা, তাকে সেই অনুসারে দিলেন; পরে বিদেশ যাত্রা করলেন।
১৬ যে পাঁচশ' মোহর পেয়েছিল, সে তখনই গিয়ে তা দ্বারা ব্যবসা করল, এবং আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করল। ১৭ যে
দু'শো মোহর পেয়েছিল, সেও সেইমত করে আরও দু'শো মোহর লাভ করল। ১৮ কিন্তু যে একশ' মোহর পেয়েছিল,
সে গিয়ে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তাঁর প্রভুর টাকা সেখানে লুকিয়ে রাখল। ১৯ দীর্ঘদিন পর সেই দাসদের প্রভু এসে
তাদের কাছ থেকে কৈফিয়ত নিলেন। ২০ যে পাঁচশ' মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে আরও পাঁচশ' মোহর এনে
বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে পাঁচশ' মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও পাঁচশ' মোহর লাভ করেছি।
২১ তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের
উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। ২২ তারপর যে দু'শো মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে
বলল, প্রভু, আপনি আমার হাতে দু'শো মোহর তুলে দিয়েছিলেন; এই দেখুন, আরও দু'শো মোহর লাভ করেছি।
২৩ তার প্রভু তাকে বললেন, বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের
উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর। ২৪ শেষে যে একশ' মোহর পেয়েছিল, সে এগিয়ে এসে বলল,
প্রভু, আমি তো জানতাম, আপনি কঠিন মানুষ: যেখানে বোনেননি, সেইখানে কেটে থাকেন, ও যেখানে ছড়াননি,
সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনেন। ২৫ তাই ভয়ে আমি গিয়ে আপনার মোহরটা মাটিতে লুকিয়ে রাখলাম; দেখুন,
আপনার যা, আপনি তা ফিরে পাচ্ছেন। ২৬ কিন্তু তার প্রভু উত্তরে তাকে বললেন, ধূর্ত অলস দাস, তুমি নাকি জানতে,
আমি যেখানে বুনিনি সেইখানে কাটি, ও যেখানে ছড়াইনি সেখান থেকেই কুড়িয়ে আনি! ২৭ তবে তোমার উচিত ছিল,
পোদ্দারদের হাতে আমার টাকা রেখে দেওয়া; তাহলে আমি ফিরে এসে আমার যা তা সুদ-সমেত ফিরে পেতাম।
২৮ সুতরাং তোমরা এর কাছ থেকে ওই মোহরগুলো কেড়ে নাও আর তাকেই দাও যার এক হাজার মোহর আছে;
২৯ কেননা যার আছে, তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, আর সে প্রাচুর্যেই থাকবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু
আছে তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। ৩০ আর ওই অপদার্থ দাসকে তোমরা বাইরের অন্ধকারে ফেলে
দাও—সেখানে হবে কান্না ও দাঁত ঘষাঘষি।
৩১ মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময়
সিংহাসনে আসন নেবেন। ৩২ তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে; আর তিনি তাদের একজন থেকে
অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়; ৩৩ পরে তিনি
মেষগুলোকে নিজের ডান পাশে ও ছাগগুলোকে বাঁ পাশে রাখবেন। ৩৪ তখন রাজা নিজের ডান পাশের লোকদের
বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য
প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। ৩৫ কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে
দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; ৩৬ বস্ত্রহীন

ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে; কারারুদ্ধ ছিলাম আর
আমাকে দেখতে এসেছিলে। ৩৭ তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে
দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? ৩৮ কবেই বা আপনাকে প্রবাসী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, বা বস্ত্রহীন
দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? ৩৯ কবেই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?
৪০ উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি
যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। ৪১ পরে তিনি বাঁ পাশের লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূর হও,
অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও।
৪২ কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দাওনি;
৪৩ প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরাওনি; পীড়িত ও কারারুদ্ধ
ছিলাম আর আমাকে দেখতে আসনি। ৪৪ তখন তারাও উত্তরে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা
প্রবাসী বা বস্ত্রহীন বা পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনার সেবাযত্ন করিনি? ৪৫ তখন তিনি উত্তরে তাদের বলবেন,
আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করনি, তা আমারই প্রতি
করনি। ৪৬ আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।'

যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

২৬ যীশু এবিষয়ে তাঁর সমস্ত বক্তব্য শেষ করলেন; নিজ শিষ্যদের তিনি বললেন, ২ 'তোমরা জান, দু' দিন পর পাস্কা
হবে, আর মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে।' ৩ তখন প্রধান যাজকেরা ও জাতির প্রবীণবর্গ
কাইয়াফা নামে প্রধান যাজকের প্রাসাদে সমবেত হলেন, ৪ এবং যীশুকে কৌশলে গ্রেপ্তার করে তাঁর প্রাণদণ্ড ঘটাবার
জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। ৫ তবু তাঁরা বললেন, 'পর্বের সময়ে নয়, পাছে জনগণের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি হয়।'

বেথানিয়ায় তৈললেপন

৬ যীশু বেথানিয়ায় চর্মরোগী সিমোনের বাড়িতে ছিলেন, ৭ সেসময় একজন স্ত্রীলোক সাদা ফটিকের একটা পাত্রে
বহুমূল্য সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এল, ও তিনি ভোজে থাকাকালে তা তাঁর মাথায় ঢেলে দিল। ৮ তা দেখে
শিষ্যেরা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'অমন অপচয় কেন? ৯ এই তেল অনেক টাকায় বিক্রি করে তা গরিবদের দিয়ে দেওয়া
যেত!' ১০ কিন্তু যীশু ব্যাপারটা লক্ষ করে তাঁদের বললেন, 'স্ত্রীলোকটিকে কষ্ট দিচ্ছ কেন? এ আমার প্রতি যা করল,
তা উত্তম কাজ। ১১ গরিবেরা তো তোমাদের কাছে সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সর্বদা কাছে পাচ্ছ না।
১২ বাস্তবিকই আমার দেহে এই সুগন্ধি তেল ঢেলে সে আমার সমাধির লক্ষ্যেই একাজ করল। ১৩ আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, সমগ্র জগতে যেইখানে এই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেখানে এর এই কাজের কথাও এর স্মরণে বলা
হবে।'

যুদার বিশ্বাসঘাতকতা

১৪ তখন বারোজনের মধ্যে একজন, যাঁর নাম যুদা ইস্কারিয়োৎ, তিনি প্রধান যাজকদের গিয়ে বললেন,
১৫ 'আমাকে কত দিতে ইচ্ছুক? আমি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেব।' তাঁরা তাঁকে ত্রিশটা রুপোর টাকা ওজন
করে দিলেন। ১৬ সেসময় থেকে যুদা তাঁকে তুলে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

অন্তিম ভোজ

১৭ খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিন শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জন্য আমরা
কোথায় পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করব? আপনার ইচ্ছা কী?' ১৮ তিনি বললেন, 'তোমরা শহরে অমুক লোককে গিয়ে
বল, গুরু একথা বলছেন, আমার সময় এসে গেছে; তোমারই বাড়িতে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে পাস্কা পালন
করব।' ১৯ শিষ্যেরা যীশুর নির্দেশমত কাজ করে পাস্কাভোজের ব্যবস্থা করলেন।

২০ সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারোজন শিষ্যের সঙ্গে ভোজে বসলেন। ২১ তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময় তিনি
বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের একজন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে।' ২২ তাঁরা
অধিক দুঃখক্লিষ্ট হয়ে প্রত্যেকে তাঁকে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, সে কি আমি?' ২৩ উত্তরে তিনি বললেন, 'এমন একজন
যে আমার সঙ্গে বাটিতে হাত ডুবিয়ে রাখল, সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। ২৪ মানবপুত্রের বিষয়ে যেমন
লেখা আছে, তিনি চলেই যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক্ সেই মানুষকে, যার দ্বারা মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়; সে
যদি না জন্মাত, তার পক্ষে ভালই হত।' ২৫ তাঁর প্রতি যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলেন, সেই যুদা তখন
বললেন, 'রাব্বি, সে কি আমি?' তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি নিজেই কথাটা বললে।'

২৬ পরে, তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে যীশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন,
ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।' ২৭ পরে তিনি একটা পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে
ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তা এই বলে তাঁদের তুলে দিলেন, 'তোমরা সকলে এ থেকে পান কর, ২৮ কারণ এ আমার
রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত। ২৯ আমি তোমাদের বলছি, যে দিনে আমার

পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেইদিন পর্যন্ত আমি এই আঙুরফলের রস আর
কখনও পান করব না।’ ৩০ এবং সামসঙ্গীত গান করে তাঁরা জৈতুন পর্বতের দিকে বেরিয়ে পড়লেন।
৩১ তখন যীশু তাঁদের বললেন, ‘এই রাত্রে আমার কারণে তোমাদের সকলের স্খলন হবে, কেননা লেখা আছে,
আমি মেষপালককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষগুলোকে বিক্ষিপ্ত করা হবে। ৩২ কিন্তু আমার পুনরুত্থানের পর
আমি তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাব।’ ৩৩ এতে পিতর তাঁকে বললেন, ‘আপনার কারণে যদি সকলেরও
স্খলন হয়, আমার কখনও স্খলন হবে না।’ ৩৪ যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমি তোমাকে সত্যি বলছি: এই রাত্রেই মোরগ
ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।’ ৩৫ পিতর তাঁকে বললেন, ‘যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়,
আমি আপনাকে কখনও অস্বীকার করব না।’ অন্য সকল শিষ্যও একই কথা বললেন।

গেথসেমানিতে যীশু

৩৬ তখন যীশু তাঁদের সঙ্গে গেথসেমানি নামে একখণ্ড জমিতে গেলেন; তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, ‘তোমরা
এখানে বস, ইতিমধ্যে আমি ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করি।’ ৩৭ পিতরকে ও জেবেদের সেই ছেলে দু’জনকে সঙ্গে নিয়ে
গিয়ে তিনি দুঃখক্লিষ্ট ও উদ্বিগ্ন হতে লাগলেন।
৩৮ তখন তিনি তাঁদের বললেন, ‘আমার প্রাণ শোকে মৃতই যেন; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে
থাক।’ ৩৯ আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি উপুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, ‘হে আমার পিতা, যদি সম্ভব হয়,
এই পানপাত্র আমা থেকে সরে যাক; তবু আমার যা ইচ্ছা তা নয়, তোমার যা ইচ্ছা তা-ই হোক।’ ৪০ সেই শিষ্যদের
কাছে ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন; তিনি পিতরকে বললেন, ‘তবে এক ঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে
জেগে থাকবার শক্তি তোমাদের হয়নি? ৪১ জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন না হতে হয়;
আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল।’ ৪২ আবার তিনি দ্বিতীয়বারের মত গিয়ে প্রার্থনা করলেন, ‘হে আমার পিতা,
আমি পান না করলে এ পাত্র যদি সরে যেতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।’ ৪৩ তিনি আবার ফিরে এসে
দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেননা তাঁদের চোখ ভারী হয়ে পড়েছিল। ৪৪ তাঁদের সেখানে ছেড়ে তিনি আবার
চলে গেলেন, এবং আগের মত একই কথা বলে তৃতীয়বারের মত প্রার্থনা করলেন। ৪৫ পরে শিষ্যদের কাছে ফিরে
এসে তিনি বললেন, ‘এবার ঘুমাও ও বিশ্রাম কর; দেখ, ক্ষণটা এসে গেছে, মানবপুত্রকে পাপীদের হাতে তুলে
দেওয়া হচ্ছে। ৪৬ ওঠ! এবার যাই; দেখ, আমার প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে, সে কাছে আসছে।’

যীশুকে গ্রেপ্তার

৪৭ তিনি তখনও কথা বলছেন, হঠাৎ যুদা, সেই বারোজনের একজন, এসে পড়লেন, ও তাঁর সঙ্গে এল খড়্গ ও
লাঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের ও জাতির প্রবীণবর্গের পাঠানো বহু বহু লোক। ৪৮ ওই বিশ্বাসঘাতক তাদের এই সঙ্কেত
দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি যাকে চুম্বন করব, লোকটি সে-ই; তাকে গ্রেপ্তার কর।’ ৪৯ তিনি তখনই যীশুর কাছে
গেলেন; তাঁকে বললেন, ‘মঙ্গল হোক, রাব্বি!’ এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। ৫০ যীশু তাঁকে বললেন, ‘বন্ধু, যা করতে
এসেছ, তা কর।’ তখন তারা এগিয়ে এসে যীশুকে ধরে গ্রেপ্তার করল। ৫১ আর হঠাৎ যীশুর সঙ্গীদের একজন খড়্গো
হাত দিয়ে তা বের করলেন; তিনি মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। ৫২ তখন
যীশু তাঁকে বললেন, ‘তোমার খড়্গ আবার তার নিজের স্থানে রেখে দাও, কেননা যারা খড়্গ ধরে, তারা সকলে
খড়্গোর আঘাতে মরবে। ৫৩ নাকি তুমি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকতে পারি না? ডাকলে তিনি সঙ্গে
সঙ্গে আমার কাছে বারোটিরও বেশি দূতবাহিনী পাঠিয়ে দেবেন! ৫৪ কিন্তু তাহলে কী করেই বা সেই শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হবে
যা অনুসারে এসব কিছু এইভাবেই হওয়া আবশ্যক?’ ৫৫ এসময়েই যীশু লোকদের বললেন, ‘তোমরা কি আমাকে ঠিক
যেন একটা দস্যুরই মত খড়্গ ও লাঠি নিয়ে ধরতে বেরিয়েছ? আমি প্রতিদিন মন্দিরে বসে উপদেশ দিয়েছি, তখন
তো আমাকে গ্রেপ্তার করলে না! ৫৬ কিন্তু এ সমস্ত কিছু ঘটল যেন নবীদের শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হয়।’ তখন শিষ্যেরা সকলে
তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন।

যীশুকে বিচার

৫৭ আর যারা যীশুকে গ্রেপ্তার করেছিল, তারা তাঁকে মহাযাজক কাইয়াফার কাছে নিয়ে গেল; সেখানে শাস্ত্রীরা ও
প্রবীণবর্গ সমবেত ছিলেন। ৫৮ পিতর দূরে থেকে মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত তাঁর পিছু পিছু গেলেন, এবং ভিতরে
প্রবেশ করে, শেষে কী হয়, তা দেখবার জন্য অনুচারীদের সঙ্গে বসলেন।
৫৯ প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কোন একটা মিথ্যাসাক্ষ্য
খুঁজছিলেন, ৬০ কিন্তু বহু মিথ্যাসাক্ষী এগিয়ে এলেও তা পেলেন না। শেষে দু’জন এগিয়ে এসে বলল, ৬১ ‘এই লোক
বলেছিল, আমি ঈশ্বরের পবিত্রধাম ভেঙে আবার তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তুলতে পারি।’ ৬২ তখন মহাযাজক উঠে
দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, ‘তোমার বিরুদ্ধে এরা যে সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাতে তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না?’ ৬৩ কিন্তু যীশু
নীরব ছিলেন। মহাযাজক তাঁকে বললেন, ‘জীবনময় ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে আমি তোমাকে বলছি, আমাদের বল: তুমি
কি সেই খ্রীষ্ট, সেই ঈশ্বরপুত্র?’ ৬৪ উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, ‘আপনি নিজেই কথাটা বললেন; এমনকি আমি
আপনাদের বলছি, এখন থেকে আপনারা *মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘবাহনে*

আসতে দেখবেন।' ৬৫ তখন মহাযাজক নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন; বললেন, 'এ ঈশ্বরনিন্দা করল! সাক্ষীতে আমাদের আর কী দরকার? দেখুন, আপনারা এইমাত্র ঈশ্বরনিন্দা শুনলেন; ৬৬ আপনাদের মত কী?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'এ মৃত্যুর যোগ্য!'

৬৭ তখন তাঁরা তাঁর মুখে থুথু দিলেন ও তাঁকে ঘুষি মারতে লাগলেন; অন্য কেউ তাঁকে চপেটাঘাত করতে করতে বললেন, ৬৮ 'হে খ্রীষ্ট, দিব্যজ্ঞান দেখাও দেখি, কে তোমাকে মারল?'

৬৯ ইতিমধ্যে পিতর বাইরে প্রাঙ্গণে বসে ছিলেন; এক দাসী তাঁকে এসে বলল, 'তুমিও সেই গালিলেয় যীশুর সঙ্গে
ছিলে।' ৭০ কিন্তু তিনি সকলের সামনে অস্বীকার করে বললেন, 'তুমি যে কী বলছ, আমি তা জানি না।' ৭১ তিনি
ফটকের কাছে গেলে আর এক দাসী তাঁকে দে'খে, যারা সেখানে ছিল, তাদের বলল, 'এই লোক নাজারেথীয় যীশুর
সঙ্গে ছিল।' ৭২ আর তিনি আবার অস্বীকার করলেন, ও শপথ করে বললেন, 'আমি লোকটাকে চিনি না।' ৭৩ কিছুক্ষণ
পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এগিয়ে এসে পিতরকে বলল, 'তুমিও নিশ্চয় তাদের একজন, তোমার বলার
ভঙ্গিতেই তা বোঝা যাচ্ছে।' ৭৪ তখন তিনি অভিশাপ ও শপথ করে বলতে লাগলেন, 'আমি লোকটাকে চিনি না।'
আর তখনই মোরগটা ডেকে উঠল, ৭৫ এবং এই যে কথা যীশু বলেছিলেন, 'মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে', তা পিতরের মনে পড়ল; এবং বাইরে গিয়ে মনের তিক্ততায় কেঁদে ফেললেন।

২৭ সকাল হলে প্রধান যাজকেরা ও জাতির প্রবীণবর্গ সকলে যীশুর মৃত্যু ঘটাবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মন্ত্রণাসভায়
বসলেন। ২ তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে প্রদেশপাল পিলাতের হাতে তুলে দিলেন।

যুদার মৃত্যু

৩ যখন যুদা—তাঁর সেই বিশ্বাসঘাতক—দেখলেন যে, যীশুকে দণ্ডিত করা হয়েছে, তখন অনুশোচনা করে সেই
ত্রিশটা রুপোর টাকা প্রধান যাজকদের ও প্রবীণদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ৪ 'নির্দোষী রক্তের প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি পাপ করেছি।' তাঁরা বললেন, 'আমাদের কি! এই চিন্তা তোমারই।' ৫ তখন তিনি ওই
টাকাগুলো পবিত্রধামের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন, এবং এক জায়গায় গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরলেন। ৬ প্রধান
যাজকেরা সেই রুপোর টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'এ টাকাগুলো ভাণ্ডারে রাখা বিধেয় নয়, কারণ এ রক্তের মূল্য।'
৭ এবং মন্ত্রণা করে তাঁরা বিদেশীদের সমাধি দেবার জন্য ওই টাকায় কুমোরের জমি কিনলেন। ৮ এজন্য সেই
জমিটাকে এখনও রক্তের জমি বলা হয়। ৯ তখন নবী যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হল, *আর তারা
সেই ত্রিশটা রুপোর টাকা নিল; তা সেই অমূল্যজনের মূল্য, যে মূল্য ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর জন্য স্থির করেছিল;*
১০ *তারা তা কুমোরের জমির জন্য দিয়ে দিল, যেমনটি প্রভু আমার কাছে আদেশ করেছিলেন।*

পিলাতের সামনে যীশু

১১ পরে যীশুকে প্রদেশপালের সামনে এনে দাঁড় করানো হল। প্রদেশপাল তাঁর কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'তুমি কি
ইহুদীদের রাজা?' যীশু তাঁকে বললেন, 'আপনি নিজেই কথাটা বললেন।' ১২ কিন্তু যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রবীণেরা
তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, তখন তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ১৩ তাই পিলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি শুনছ
না, ওঁরা তোমার বিরুদ্ধে কত কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন?' ১৪ তাঁকে তিনি উত্তরে এক কথাও বললেন না; এতে প্রদেশপাল
খুবই আশ্চর্য হলেন।

১৫ প্রদেশপালের এই প্রথা ছিল, পর্বের সময়ে তিনি জনগণের জন্য এমন এক বন্দিকে মুক্ত করতেন যাকে তারা
চাইত। ১৬ সেসময়ে তাদের একজন নাম-করা বন্দি ছিল, তার নাম (যীশু-)বারাব্বাস। ১৭ তাই তারা সমবেত হলে
পিলাত তাদের বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাকে মুক্ত করে দেব? (যীশু-)বারাব্বাসকে, না
খ্রীষ্ট বলে অভিহিত যীশুকে?' ১৮ তিনি তো জানতেন যে, তাঁরা হিংসার জোরেই তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন।

১৯ তিনি বিচারাসনে বসে আছেন, এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, 'সেই ধার্মিকের ব্যাপারে তুমি
নিজেকে জড়িয়ো না, কারণ আমি আজ তাঁর বিষয়ে এক স্বপ্নে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছি।' ২০ কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও
প্রবীণেরা জনতাকে প্ররোচিত করলেন, তারা যেন বারাব্বাসকে চেয়ে নেয় ও যীশুর মৃত্যু দাবি করে। ২১ তাই যখন
প্রদেশপাল তাদের উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দু'জনের মধ্যে কাকে মুক্ত করে দেব?'
তখন তারা বলল, 'বারাব্বাসকে।' ২২ পিলাত তাদের বললেন, 'তবে খ্রীষ্ট বলে অভিহিত যীশুকে নিয়ে কী করব?'
তারা সকলে বলল, 'ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।' ২৩ তিনি বললেন, 'কেন? সে কী অপরাধ করেছে?' কিন্তু তারা
আরও জোরে চিৎকার করে বলল, 'ওকে ক্রুশে দেওয়া হোক।'

২৪ পিলাত যখন দেখলেন, তাঁর প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এমনকি আরও গোলমাল হচ্ছে, তখন কিছু জল নিয়ে লোকদের
সামনে হাত ধুয়ে বললেন, 'এই ধার্মিক মানুষের রক্তপাতের বিষয়ে আমি দায়ী নই; এ চিন্তা তোমাদেরই।'
২৫ প্রতিবাদ করে সমস্ত জনগণ বলল, 'ওর রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরেই পড়ুক।' ২৬ তখন
তিনি তাদের জন্য বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলেন, ও যীশুকে কশাঘাত করিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দিলেন।

২৭ তখন প্রদেশপালের সৈন্যেরা যীশুকে শাসক-ভবনে নিয়ে গিয়ে তাঁর চারপাশে গোটা সেনাদলকে জড় করল।
২৮ আর তাঁর জামাকাপড় খুলে নিয়ে তারা তাঁর গায়ে উজ্জ্বল রক্তলাল একটা আলোয়ান দিল; এবং কাঁটা দিয়ে একটা

মুকুট গেঁথে তা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল ও তাঁর ডান হাতে একটা নলডাঁটা রাখল; ২৯ পরে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে
তাঁকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, 'মঙ্গল হোক, ইহুদীরাজ!' ৩০ আর তারা তাঁর গায়ে থুথু দিল ও সেই নলডাঁটা দিয়ে
তাঁর মাথায় মারতে লাগল। ৩১ তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ করার পর আলোয়ানটা খুলে ফেলে তারা আবার তাঁর নিজের
পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল ও তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য সেখান থেকে নিয়ে চলল।

যীশুকে ক্রুশারোপণ,
তাঁর মৃত্যু ও সমাধিদান

৩২ বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে তারা সিমোন নামে সাইরিনির একজন লোকের দেখা পেল; তাকে তাঁর ক্রুশ বয়ে
নিয়ে যেতে বাধ্য করল। ৩৩ পরে গলগথা নামে স্থানে—যার অর্থ হল খুলিতলা—এসে পৌঁছে ৩৪ তারা তাঁকে পান
করার মত পিত্তি-মেশানো আঙুররস দিল; তিনি তা আস্বাদ করে পান করতে চাইলেন না। ৩৫ তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার
পর তারা গুলিবাঁট করে তাঁর জামাকাপড় ভাগ করে নিল; ৩৬ পরে সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগল। ৩৭ তাঁর
মাথার উপরে তারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের লিপিফলকটা লাগিয়ে দিল: এ যীশু - ইহুদীরাজ।

৩৮ তখন তাঁর সঙ্গে দু'জন দস্যুকে ক্রুশে দেওয়া হল, একজনকে ডান পাশে, আর একজনকে বাঁ পাশে। ৩৯ আর
যে সকল লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে তাঁকে টিটকারি দিয়ে বলছিল, ৪০ 'তুমি যে
পবিত্রধামটা ভেঙে ফেল ও তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তোল, নিজেকে ত্রাণ কর যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ও ক্রুশ থেকে
নেমে এসো।' ৪১ শাস্ত্রীদের ও প্রবীণদের সঙ্গে প্রধান যাজকেরাও তাঁকে এইভাবে বিদ্রূপ করছিলেন; ৪২ তাঁরা
বলছিলেন, 'ও অপরকে ত্রাণ করেছে, নিজেকে ত্রাণ করতে সক্ষম নয়। ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে
নেমে আসুক, আর আমরা ওকে বিশ্বাস করব। ৪৩ ও *ঈশ্বরে ভরসা রেখেছে,* এখন তিনিই ওকে নিস্তার করুন *যদি
ওতে প্রীত;* কেননা ও নিজেই বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।' ৪৪ এবং যে দু'জন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া
হয়েছিল, তারাও সেইভাবে তাঁকে অপমান করছিল।

৪৫ বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে অন্ধকার হয়ে রইল; ৪৬ আর বেলা তিনটের দিকে
যীশু এই বলে জোর গলায় চিৎকার করলেন, '*এলি, এলি, লামা শাবাখ্‌থানি?*' অর্থাৎ '*ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার,
আমায় ত্যাগ করেছ কেন?*' ৪৭ যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেকথা শুনে বলল, 'সে এলিয়কে
ডাকছে।' ৪৮ আর তাদের একজন শীঘ্রই ছুটে গিয়ে একটা স্পঞ্জ নিয়ে তা সির্কায় ভিজিয়ে দিল ও একটা নলডাঁটার
আগায় লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিল। ৪৯ কিন্তু অন্য সকলে বলল, 'দাঁড়াও, দেখি, এলিয় তাকে ত্রাণ করতে
আসেন কিনা।' ৫০ কিন্তু যীশু আর একবার জোর গলায় চিৎকার করে আত্মা ত্যাগ করলেন।

৫১ আর হঠাৎ পবিত্রধামের পরদাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গিয়ে দু'ভাগ হল, পৃথিবী কাঁপতে লাগল,
পাহাড়ের শৈলরাজি ফেটে গেল, ৫২ কবরগুলো খুলে গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্রজনের দেহ পুনরুত্থিত হল;
৫৩ ও তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁরা কবর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করলেন ও বহু লোককে দেখা
দিলেন। ৫৪ শতপতি ও যারা তাঁর সঙ্গে যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও যা যা ঘটছিল তা দেখে ভীষণ ভয়
পেয়ে বলে উঠল, 'ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন!'

৫৫ আর সেখানে বহু স্ত্রীলোক ছিলেন, দূর থেকেই দেখছিলেন: তাঁরা যীশুর সেবা করতে করতে গালিলেয়া থেকে
তাঁর অনুসরণ করেছিলেন; ৫৬ তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাগদালার মারীয়া, যাকোব ও যোসেফের মা মারীয়া, ও
জেবেদের ছেলেদের মা।

৫৭ পরে, সন্ধ্যা হলে, আরিমাথেয়া-বাসী যোসেফ নামে একজন ধনবান লোক এলেন; তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য
হয়েছিলেন। ৫৮ তিনি পিলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহ চাইলেন। তখন পিলাত তা দিয়ে দিতে আদেশ করলেন;
৫৯ আর যোসেফ দেহটি নিয়ে নির্মল একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিলেন, ৬০ ও নিজের নতুন সমাধিগুহার মধ্যে
রাখলেন, যা তিনি পাথরের গায়ে কাটিয়ে রেখেছিলেন; পরে সমাধিগুহার মুখে একটা বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে
গেলেন। ৬১ মাগদালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সেখানে ছিলেন, তাঁরা সমাধিগুহার সামনে বসে রইলেন।

৬২ পরদিন, অর্থাৎ প্রস্তুতি-দিবস অবসান হলে, প্রধান যাজকেরা ও ফরিসিরা সকলে মিলে পিলাতকে গিয়ে
৬৩ বললেন, 'মহাশয়, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রতারক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিনের পরে আমি
পুনরুত্থিত হব। ৬৪ সুতরাং তৃতীয় দিন পর্যন্ত তার সমাধিগুহাটা পাহারা দিতে আদেশ করুন, পাছে তার শিষ্যেরা
এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়, আর জনগণকে বলে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; তাহলে প্রথম
প্রতারণার চেয়ে শেষ প্রতারণা আরও খারাপ হবে।' ৬৫ পিলাত তাদের বললেন, 'আপনাদের নিজেদের প্রহরী দল
আছে: আপনারা গিয়ে যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে সমস্ত কিছু সুরক্ষিত করুন।' ৬৬ তখন তাঁরা গিয়ে সেই
পাথরের উপরে সীলমোহর করে ও একদল প্রহরী মোতায়েন রেখে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করলেন।

কবর শূন্য!

২৮ সাব্বাৎ অতিবাহিত হলে, সপ্তাহের প্রথম দিনের আলোর আবির্ভাবে মাগদালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধিগুহা
দেখতে এলেন। ২ আর হঠাৎ প্রবল ভূমিকম্প হল, কেননা প্রভুর দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরখানা গড়িয়ে
সরালেন ও তার উপরে বসলেন। ৩ দেখতে তিনি ছিলেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মত, ও তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মত

শুভ্র। ৪ তাঁর ভয়ে প্রহরীরা এতই কম্পিত হল যে, জীবন্মৃতই যেন হয়ে পড়ল! ৫ কিন্তু সেই দূত নারীদের বললেন,
'তোমরা ভয় করো না; আমি জানি, তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। ৬ তিনি এখানে নেই,
কেননা তিনি পুনরুত্থান করেছেন, যেমনটি করবেন বলে বলেছিলেন। এসো, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই স্থান
দেখে যাও। ৭ পরে শীঘ্রই গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন; আর এখন
তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন; সেইখানে তাঁকে দেখতে পাবে। দেখ, আমি তোমাদের কথাটা বললাম।'
৮ তখন তাঁরা সভয়ে ও মহা আনন্দে শীঘ্রই সমাধিস্থান ছেড়ে তাঁর শিষ্যদের সংবাদটি দেবার জন্য দৌড়ে গেলেন।
৯ আর হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং যীশু এসে উপস্থিত; তিনি বললেন, 'মঙ্গল হোক!' আর তাঁরা কাছে
এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরে তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। ১০ তখন যীশু তাঁদের বললেন, 'ভয় করো না;
তোমরা যাও, আমার ভাইদের এই সংবাদ জানাও, যেন গালিলেয়ায় যায়; সেইখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।'
১১ তাঁরা পথে চলছেন, সেসময় প্রহরী দলের কয়েকজন শহরে গিয়ে, যা যা ঘটেছিল, সেই সমস্ত কথা প্রধান
যাজকদের জানাল। ১২ তাঁরা প্রবীণবর্গের সঙ্গে সমবেত হয়ে ও নিজেদের মধ্যে মন্ত্রণা করে ওই সৈন্যদের যথেষ্ট
টাকা দিয়ে ১৩ বললেন, 'তোমরা একথা বলবে, তার শিষ্যেরা রাত্রিকালে এসে আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তখন তাকে
চুরি করে নিয়ে গেল। ১৪ আর যদিই বা একথা প্রদেশপালের কানে যায়, তবে আমরাই তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব
ও যত সমস্যা থেকে তোমাদের মুক্ত করব।' ১৫ তাই তারা সেই টাকা নিল ও সেই নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করল।
আর আজ পর্যন্ত এটিই হল ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত গল্প।

পুনরুত্থিত যীশুর শেষ বাণী

১৬ ইতিমধ্যে সেই এগারোজন শিষ্য গালিলেয়ার দিকে, সেই পর্বতেরই দিকে রওনা হলেন, যে স্থান যীশু তাঁদের
জন্য স্থির করেছিলেন, ১৭ তাঁকে দেখে তাঁরা তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন; কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন।
১৮ যীশু কাছে এসে তাঁদের বললেন, 'স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। ১৯ সুতরাং তোমরা যাও,
সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। ২০ আমি
তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও। আর দেখ, আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে
সঙ্গে আছি—যুগান্ত পর্যন্ত।'